রাখী-বন্ধন

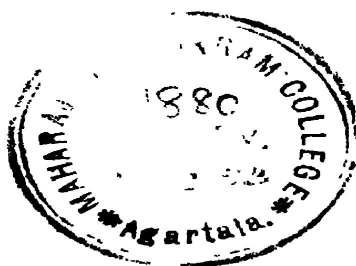


অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রাখী-বন্ধন

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনয়, ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

এক টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

নিবেদন

ইয়ুরোপে আজিকালি তিন অঙ্কের নাটকেরই প্রচলন অধিক। বাঙ্গালায় তিন অঙ্কের নাটক নাই বলিলেও চলে ; যাহা আছে, তাহা গীতি-নাটক বলিয়াই কথিত। জগৎ-প্রসিদ্ধ নাট্যকার 'ইবসেনের' নাটকের আদর্শেই 'রাখী-বন্ধন' রচিত। দর্শকবৃন্দ যে এ নাটক গ্রহণ করিয়াছেন—ইহাতেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিতেছি।

প্রস্তাবনার গানটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের রচিত।

বিনীত—

গ্রন্থকার

উৎসর্গ

নাট্যসাহিত্যানুরাগী সুহৃদ্

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মতিলালের

করকমলে—

সাদর উপহার

পাত্র-পাত্রীগণ

পুরুষ

কুম্ভসিংহ	...	চন্দাবতবংশীয় ; দ্বারকার সামন্ত প্রধান
বীরমল	...	রাজপুত সর্দ্দার—ঐ জামাতা
তেজসিংহ	...	গুর্জ্জরের সামন্ত-প্রধান
অরুণসিংহ	...	কুম্ভসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র (বয়স দ্বাদশ বর্ষ)
অমরসিংহ	...	তেজসিংহের পুত্র (বয়স চারি বৎসর)
ভানুসিংহ	...	রাজপুত ভাট
মতিচাঁদ	...	গুর্জ্জরবাসী জনৈক সামন্ত

চন্দাবত কুম্ভের অন্য ছয় পুত্র ও তাঁহার অনুচরবর্গ, বীরমলের অনুচরগণ, গুর্জ্জরবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, ভৃত্য ও প্রহরী ইত্যাদি

স্ত্রী

রমাবতী	...	চন্দাবত কুম্ভের কন্যা
ধারাবতী	...	ঐ পালিতা কন্যা, পরলোকগত শক্তাবত অরিসিংহের ঔরসজাতা

চারণীগণ, মতিয়া, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি

স্থান—গুর্জ্জর। ছত্রিশ ঘণ্টার ঘটনা। চতুর্দ্দশীর সকাল হইতে আরম্ভ, পূর্ণিমার রাত্রি দশটার মধ্যে শেষ

সংগঠনকারিগণ

শ্রীযুক্ত	ভূতনাথ দাস	...	সঙ্গীত-শিক্ষক
"	অমৃতলাল ঘোষ	...	বংশীবাদক
"	পাঁচকড়ি ঘোষ	...	নৃত্য শিক্ষক
"	অমূল্যচরণ সুর	...	রঙ্গ-পীঠাধ্যক্ষ (ষ্টেজ-ম্যানেজার)
"	পরেশচন্দ্র বসু	...	প্রধান চিত্রকর ও শিল্পী

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্র-পাত্রীগণ

চন্দাবত কুম্ভ	...	শ্রীযুক্ত তারকদাস পালিত
বীরমল	...	" নরেন্দ্রনাথ সিংহ
তেজসিংহ	...	" ননীগোপাল মল্লিক
মতিচাঁদ	..	" প্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত
ভানুসিংহ	...	" অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
অরুণসিংহ	...	শ্রীমতী রাণীসুন্দরী
ধারাবতী	...	শ্রীমতী তারাসুন্দরী
রমাবতী	...	" মৃণালিনী
মতিয়া	...	" কিরণময়ী

প্রস্তাবনা

চারণীগণ

গীত

গভীর গরজন, গগন গহন ঘন—
অচল সচল মিলি' তোল একতান।
সকরুণ কহিনী, গাও প্রবাহিনী,
রুধির-তরঙ্গিত হৃদিভেদী গান।
প্রতিহিংসা-গাথা গাও প্রতিধ্বনি,
শৌর্য্য-বীর্য্য-খনি ভুবন-মুকুট-মণি;
হের আজি রাজবারা, সংহার মাতুয়ারা,
মেদ অস্থি হারা বিকট শ্মশান॥
মর্ম্মগ্রন্থি ছেদী, সংগ্রাম গৃহভেদী,
আত্মীয়-শোণিতে সিক্ত ধর্ম্মবেদী;
বান্ধব বারতা, অস্ত্রে অস্ত্রে কথা,
প্রীতি মমতা ব্যথা হরে অভিমান।
পবনে উথলে শুন, সঙ্গীত সকরুণ,
কাতরা রাজবারা হৃদিভারে দারুণ;
সন্তান শোণিত, কলুষ বিলেপিত,
ধূলিবিলুণ্ঠিত বিজয় নিশান॥

রাখী-বন্ধন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—গুর্জ্জর দেশ, সমুদ্রতীর—দূরে সমুদ্রবক্ষে জাহাজের মাস্তুল দেখা যাইতেছে। একদিকে পর্ব্বতশ্রেণী—অন্যদিকে বন ; দক্ষিণে একটি কালী-মন্দির, দক্ষিণে ও বামে পথ।

কাল—বেলা ৯টা, ১০টা। পূর্ব্বরাত্রে খুব ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে ; সমুদ্রে এখনও সামান্য তুফান আছে—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বীরমল মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, বাম দিকের অনুচ্চ পর্ব্বত হইতে চন্দাবত কুম্ভসিংহ নামিতে নামিতে বীরমলকে দেখিয়া একটু চমকাইলেন, বেশ করিয়া দেখিলেন—চিনিলেন—অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। দুই জনেরই যোদ্ধৃবেশ ; কিন্তু চন্দাবতের মুখ পাগড়ীর কাপড়ে প্রায় ঢাকা।

চন্দাবত। কে ওখানে ?

বীরমল। রাজপুত।

চন্দাবত। এখনি স্থান ত্যাগ কর।

বীরমল। (ফিরিয়া এবং তরবারিতে হাত দিয়া) রাজপুত তাতে চিরদিনই অনভ্যস্ত !

চন্দাবত। কিন্তু উপস্থিত তোমাকে এ-স্থান ত্যাগ করতেই হবে; গত রাত্রির ঝঞ্ঝায় বৃষ্টিতে আমার অনুচরবর্গ মৃতপ্রায়, তাদের বিশ্রামের জন্য এ মন্দির-প্রাঙ্গণ আমার নিতান্ত প্রয়োজন।

বীরমল। একটি পরিশ্রান্তা রমণীর জন্য আমি এই স্থান পূর্ব্বেই মনোনীত করেছি।

চন্দাবত। রমণী! তা হ'লে দেখছি, তোমার প্রয়োজন আমার অপেক্ষা গুরুতর নয়।

বীরমল। গুর্জ্জরে দেখছি তা হ'লে দস্যুদলের প্রাধান্যই সমধিক।

চন্দাবত। বাক্য প্রত্যাহার কর, (হস্তস্থিত বর্শা উত্তোলন করিয়া) নচেৎ—

বীরমল। নচেৎ—?

চন্দাবত। তোমাকে এর ফল ভোগ করতে হবে।

বীরমল। (তরবারি নিষ্কাষিত করিয়া) বৃদ্ধ! যদি জীবনে মমতা থাকে এখনও সংযত হও।

চন্দাবত দ্বিতীয় বাক্য না বলিয়া বীরমলকে আক্রমণ করিলেন; বীরমল কেবল
আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন মাত্র। দক্ষিণ দিকের তীরভূমির পথ হইতে
বীরমলের স্ত্রী কতিপয় অনুচর সহ প্রবেশ করিলেন বাম দিকে;
পাহাড়—যেখানে চন্দাবত প্রবেশ করিয়াছিলেন,
সেইদিক হইতে চন্দাবতের ছয় পুত্র এবং
অনুচরবর্গ প্রবেশ করিলেন।

রমাবতী। (অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া) আমাদের পক্ষীয় যে যেখানে আছ এস, একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমার স্বামীকে আক্রমণ করেছে।

চন্দাবত পুত্রগণ। চল—চল—পিতা বিপন্ন! (সকলে অগ্রসর হইলেন)

বীরমল। (অনুচরবর্গের প্রতি) সাহায্যের প্রয়োজন নাই; যে যেখানে আছ সেইখানেই থাক। আমি একাই যথেষ্ট!

চন্দাবত। (পুত্রগণের প্রতি) আমায় বিরক্ত ক'র না; একা প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে দাও। (বীরমলের প্রতি) তোমার মৃত্যু আসন্ন।

বীরমল। অগ্রে নিজের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও বৃদ্ধ!

চন্দাবতের হস্তে আঘাত করিলেন,
বর্শা পড়িয়া গেল

চন্দাবত। বাখানি বীরত্ব তব, অদ্ভুত সাহস,
অদ্ভুত হে অস্ত্রের চালনা; বীর করে
বীরের ভূষণ অসি, দেখি যোগ্যে হয়
যোগ্যের মিলন! সম্বর—সম্বর, বীর,
তীক্ষ্ণধার তরবার তব; বীরমল্ল!
সত্য, বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি, লজ্জা নাহি দেহ
বৃদ্ধে আর; রণে দেহ ক্ষমা।

বীরমল। (ঈষৎ হাসিয়া) এই লজ্জা
মহিমা-মণ্ডিত সদা বীরেন্দ্র-সমাজে!

চন্দাবত পুত্রগণ। (বিস্মিত কণ্ঠে) বীরমল! বীরশ্রেষ্ঠ বীরমল!

চন্দাবত। কিন্তু বীর, আজিকার এ আঘাত হ'তে সেদিনকার আঘাত আরও নির্ম্মম হয়েছিল—যে রাত্রে তুমি আমার কন্যা রমাকে চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েছিলে! (মুখের আবরণ খুলিয়া ফেলিলেন)

বীরমল ও তাঁহার অনুচরবর্গ। একি! দ্বারকার সামন্ত-প্রধান চন্দাবত কুম্ভসিংহ!

রমাবতী। (হর্ষোৎফুল্ল অথচ একটু—কিন্তু—হইয়া) বাবা, বাবা! আর—

বীরমল। আমার পশ্চাতে দাঁড়াও!

চন্দাবত। কোন প্রয়োজন নাই; (বীরমলের দিকে অগ্রসর হইয়া) আমি তোমাকে দেখেই চিনেছিলেম বীরমল!

ভানুসিংহ। আর চিনেছিলেন বলেই—বর্ষার খোঁচা দিয়ে জামাতৃ-স্নেহের উষ্ণ প্রস্রবণের পাথর-চাপা মুখ একটু উষ্‌কে দিচ্ছিলেন। এই রাজপুত জাতটার সবই কি সৃষ্টি ছাড়া! চিনেই এই, না চিনলে না জানি কি করতেন!

চন্দাবত। চিনেছিলেম বলেই তোমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম; লোকের মুখে তোমার বীরত্বের কথা অনেক শুনিছি, আজ সে কথার সত্য মিথ্যা একবার নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখবার লোভ সম্বরণ করতে পারলেম না। তুমি বীর বটে! আর তোমার উপর আমার কোন দ্বেষ নাই; তবে এক কথা—

ভানুসিংহ। কথা এক কেন? যত পারেন কথার কাটাকাটি করুন; তাতে আমার কোন আপত্তি নাই! এই দেখুন না, আমিও তো রাজপুত, ঐ কথা নিয়েই আমার কাজ! ভাটের ছেলে, কথা কাটা-কাটিতে কে আঁটে বল, তবে কথায় কথায় কাটাকাটি—তা কে জানে ছেলে, কে জানে জামাই—ও যত কমে ততই মঙ্গল। কর বাবা, কথায় কথায় লড়াই—আমরা দাঁড়িয়ে শুনি।

বীরমল। কি আজ্ঞা করুন।

চন্দাবত। তোমরা সকলেই শোন; পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই বীরমল, আর এই গুর্জ্জর দেশের সামন্ত-প্রধান তেজসিংহ, মহারাণার কোন কার্য্য

উপলক্ষে দ্বারকায় যায়। আমি সাধ্যমত যোগ্য মর্য্যাদা দানে অতিথি-সৎকারের ব্যবস্থা করি; কিন্তু তার প্রতিদানে এই বীরমল আমার এই কন্যা রমাকে, আর তেজসিংহ আমার পালিতা কন্যা ধারাবতীকে এক রাত্রে চুরি ক'রে নিয়ে পালায়।

ভানুসিংহ। উঁ-হু! ঠিক বলা হ'ল না; সোণা, রূপো, হীরে, জহরৎ হ'লে—কথাটা ঠিক খাটতো বটে; এ যখন উভয় পক্ষের যোগ-সাজসে কাজটা হ'য়েছে—তখন ও ছোট্ট কথায় 'চুরি ক'রে নিয়ে পালায়' কিছুতেই বলা চ'লতে পারে না। ওকে বীরত্ব-ব্যঞ্জক ভাষায় ব'লতে হবে, 'হরণ' ক'রে নিয়ে যায়; যেমন 'রুক্মিণী হরণ'—'সুভদ্রা হরণ'—ইত্যাদি।

চন্দাবত। কিন্তু আমাদের কুলপ্রথামত এই নীতিবিরুদ্ধ গর্হিত কার্য্যের জন্য—বীরমল, হয় তোমাকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আমায় পরাস্ত ক'রতে হবে, না হয়, আমার নিকট পরাভব স্বীকার ক'রে—পণস্বরূপ তোমার তরবারি আর আমার মর্য্যাদানুযায়ী উপঢৌকন দিতে হবে।

ভানুসিংহ। নারিকেল পাঠিয়ে, সম্বন্ধ স্থির ক'রে, বিবাহ না হ'য়ে যেখানে এইরূপ গান্ধর্ব্বমতে 'হরণ' বা 'অপহরণ' একটা কিছু হয়, তার জের এই রকমেই মেটে বটে! আমরা ভাট, এর বিধান আমাদের কাছে। ন্যায্য বলতে হবে, বুঝেছ বীরমল? তরওয়াল দিতেই হবে, তা খাপ খুলেই দাও—আর খাপ শুদ্ধই দাও। এখন বল, তোমার যা অভিরুচি।

বীরমল। (চন্দাবতের প্রতি) আপনার নিকট পরাভব স্বীকারে আমার অগৌরব নাই; এই নিন্ আমার তরবারি, আর আপনার মর্য্যাদানুযায়ী উপঢৌকন দিতেও আমি প্রস্তুত। যথাসময়েই সে সব আপনার নিকট পৌঁছুবে। (নতজানু হইলেন)

চন্দাবত। ওখানে নয়; এস, এই প্রসারিত বক্ষে তোমার স্থান। বৃদ্ধ হয়েছি, অনেক অসি চালনা দেখেছি, কিন্তু তোমার ন্যায় দক্ষ হস্তের অসির আঘাত—এ বৃদ্ধকে আর কখনও অনুভব ক'রতে হয়নি। তুমি যেমন বীর, তেমনি বিনয়ী! তোমার ন্যায় জামাতা আমার গৌরব। (রমার প্রতি) এস মা রমা, কতদিন তোমায় দেখিনি; এস মা, কাছে এস, এতদিন পরে আমি নিশ্চিন্ত হ'লেম; এখন থেকে বীরমলের পরিণীতা পত্নী ব'লে তুমি সমাজে গ্রহণযোগ্যা হ'লে।

ভানুসিংহ। নিশ্চয়ই! আমি ভাট—নারিকেল বহাই আমার কাজ—আমিই যখন সাক্ষী রইলেম, তখন আর কথা কি?

রমাবতী। (পিতার পদধূলি লইয়া—স্বগতঃ) এতদিন পরে আমিও যথার্থ-ই সুখী হ'লেম।

চন্দাবত। শোন বীরমল! শুধু কথায় আমার আনুগত্য স্বীকার ক'রলে হবে না: তোমার কথা কতদূর সত্য, আমি তার পরীক্ষা ক'রব।

বীরমল। আমার প্রতি কি আজ্ঞা বলুন।

চন্দাবত। তেজসিংহও ধারাবতীকে চুরি করে—তারও শাস্তির প্রয়োজন। আর সেই উদ্দেশ্যেই আমি এদেশে এসেছি।

বীরমল। তেজসিংহ?

রমাবতী। ধারাবতী? তারা এখানে কোথায়?

বীরমল। তেজসিংহ কি এখন—?

চন্দাবত। এই গুর্জ্জরের সামন্ত। মহারাণার দরবারে আমি তার সন্ধান পাই। তার গৃহ এখান থেকে অধিক দুর নয়। বীরমল, তুমি কি তা জান না?

বীরমল। না; পাঁচ বৎসর তার কোন সন্ধান আমি রাখিনি,

রাখবার অবসরও পাইনি। মহারাণার আদেশে নানা দেশে আমায় নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে। এখানে আসবারও আমার স্থিরতা ছিল না ; গত রাত্রের দুর্য্যোগে দিগ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে আমার তরণী এই গুর্জ্জরের উপকূলে এসে পড়ে। এখানে এত নিকটে যে তেজসিংহের আবাস তা আমি জানতেম না।

রমাবতী। বাবা, ভগবানের কৃপায় তোমার সঙ্গে এই হঠাৎ দেখা হ'ল!

চন্দাবত। হাঁ মা, ভগবানের ইচ্ছায় এমন অঘটন ঘটলো ; নইলে সারা পৃথিবী খুঁজেও আমি তোমাদের সন্ধান পেতেম না।

ভানুসিংহ। কার্য্যকারণের সূত্র কোথায় যে কি ভাবে প'ড়ে আছে, অন্ধকারে কিছুই হাত্‌ড়ে পাবার যোটি নাই। জ্ঞানই বল, বুদ্ধিই বল—কিছুই নয়! বড় বড় পণ্ডিতেরা বিচার করেন—ব্রহ্মাণ্ড কি? এর আদি অন্ত কোথায়? এমন কি, সৃষ্টিকর্ত্তাকেও উড়িয়ে দিয়ে, খুব বুক ফুলিয়ে বিদ্যার জাহির করেন ; কিন্তু প্রতি নিশ্বাস ফেলবার আগে যে কি হবে, তা বলবার ক্ষমতা নাই! এই দেখনা, বাড়ী থেকে যখন জাহাজে চড়ে বেরুই, তখন জানতেম যে কেবল দেশভ্রমণই উদ্দেশ্য। তা নয়, তোমার ভিতরে ভিতরে ছিল—তেজসিংহের সঙ্গে দেখা ক'রে মেয়ে চুরির একটা হেস্ত-নেস্ত করা ; কিন্তু কোথা থেকে দেখ—বীরমলের সঙ্গে দেখা—মেয়ের সঙ্গে দেখা! দেখ, আবার কোথাকার জল কোথায় গিয়ে মরে!

বীরমল। সত্যই কি তেজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করা আপনার উদ্দেশ্য?

চন্দাবত। সে যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হয়, অগত্যা আমাকে যুদ্ধ করতেই হবে। তার আচরণে ক্ষত্রিয়সমাজে আমার মাথা হেঁট

হ'য়েছে। মহারাণার দরবারে সকল সর্দ্দারই আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিল,—এতদিন এর একটা বিহিত করা উচিত ছিল।

বীরমল। কিন্তু ধারা তো আপনার পালিতা কন্যা?

চন্দাবত। পালিতা হ'ক্, তবু কন্যা তো বটে! পিতার অধিকার নিয়েই তাকে আমি স্ব-গৃহে স্থান দিয়েছিলেম।

ভানুসিংহ। সে যেন সে দিনের কথা; অরিসিংহ ম'লো—দেশের লোকগুলো এমনি—পরিচয় গোপন ক'রে, তার মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিলে দ্বারকায়,—বল্লে, অনাথা—পিতৃমাতৃহীনা—আশ্রয় চায়। চন্দাবত কুম্ভ এদিকে অরিন্দম, কিন্তু হৃদয়টি তাঁর অতি কোমল; মেয়ে ব'লে তাকে কোলে তুলে নিলেন; তারপর ক্রমশঃ প্রকাশ হ'ল, সে শক্তাবত অরিসিংহেরই মেয়ে।

চন্দাবত। হাঁ, যখন আশ্রয় দিয়েছি, তখন তো আর তাকে ত্যাগ ক'রতে পারি না। রমা বোন ব'লে হাত ধ'রলে—বোনের মতই রইল।

রমাবতী। ধারা আর আমি তো একবয়সী বাবা?

চন্দাবত। একবয়সী? না, বোধ হয় তোমার চেয়ে কিছু বড়।

ভানুসিংহ। মেয়েটা ঠিক বাপের মতই স্বভাব পেয়েছিল! সেই রকম ঝাঁজ, সেই রকম সাহস! লোকে কুকুর পোষে, না হয় হরিণ পোষে; এ শিকারীদের কাছ থেকে একটা বাচ্চা সিংহী নিয়ে পুষ্‌লে!

রমাবতী। সে সিংহীটার কাছে কেউ যেতে পারত না, কিন্তু ধারার কাছে ঠিক যেন পোষা কুকুর! অত তো বড় হয়েছিল—কিন্তু বাঁধা থাকত ধারার ঘরের দোরে! সেদিকে আমরা ত কেউ ঘেঁস্‌তেম না!

চন্দাবত। ভানুসিংহ! ভুলে যাচ্ছ কেন, লোকে বলতো মনে নাই? অরিসিংহ তার ছেলেমেয়েদের বাঘের মাংস খাওয়াত—বাঘের মত গায়ে জোর হবে বলে।

ভানুসিংহ। সেটা কথার কথা! অরিসিংহের বীরত্ব দেখে লোকে সেটা রটাত।

বীরমল। বুঝলেম, কি উদ্দেশ্যে আপনি গুর্জ্জরে এসেছেন।

চন্দাবত। বীরত্বের অভিমান, বংশের অভিমান, মর্য্যাদার অভিমান, সব যায় দেখে, আর নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ব'সে থাকতে পারলেম না। বুড়ো হয়েছি, কি জানি কবে যেতে হয়; ছেলেরা বড় হ'য়েছে, অরুণও বড় হ'য়ে উঠ্‌লো, সংসারের হিসাব-নিকাশ সবই শেষ করেছি, এই একটা কাজই বা বাকী রেখে যাই কেন?

রমাবতী। অরুণ?—অরুণ কি তোমার সঙ্গে আছে বাবা?

চন্দাবত। হাঁ, সঙ্গেই রাখি; মাতৃহারা,—তাকে কোথায় রেখে নিশ্চিন্ত হব মা? দেখ বীরমল!—অরুণ আমার খুব বলবান্ হ'য়েছে; আমার মনে হয়, কালে সে তোমারই মত বীর হবে!

রমাবতী। (ঈষৎ হাসিয়া) বাবা আমাদের সকলের চেয়ে অরুণকেই বেশী ভাল বাসেন।

ভানুসিংহ। স্নেহ নিম্নগামী কি না?

চন্দাবত। হাঁ, হাঁ,—সকলের ছোট; তারপর শৈশবে মাতৃহারা!

বীরমল। তেজসিংহের সঙ্গে কি আপনি আজই দেখা করতে চান?

চন্দাবত। আজ হ'লে আর কাল নয়!

ভানুসিংহ। তা'হলে দেখছি, একটা ছোটখাট লড়াই বাধলেও

বাধতে পারে। যাক্, ও তো আছেই, যেখানে রাজপুত—সেইখানেই লড়াই ; কথায় বলে—বারো রাজপুত, তেরো হাঁড়ী! আর সঙ্গে আছেন ভাট ; কথা দিয়ে কাব্য রচা—শেষটা তো আছেই! আপাততঃ যাই—সাম্‌নে কালী-মন্দির, কা'লকের ঝড়জলে যখন প্রাণটা বেঁচেছে, তখন একবার রণরঙ্গিণীর চরণ দু'খানা দেখে আসি! তোমরা ততক্ষণ আলাপ-পরিচয় কর, কিন্তু দোহাই তোমাদের—কথায় কথায় যেন তরওয়াল খুলে ব'স না!

প্রস্থান

চন্দাবত। তেজসিংহ যদি বশ্যতা স্বীকার করতে না চায়, যুদ্ধ অনিবার্য্য!

দক্ষিণ দিক হইতে মতিচাঁদের প্রবেশ

মতিচাঁদ। রক্ষা করুন্, রক্ষা করুন্, আমায় আশ্রয় দিন।

চন্দাবত। কে তুমি? তোমার কি হ'য়েছে?

মতিচাঁদ। তেজসিংহের অনুচরেরা আমায় হত্যা করবার জন্য ছুটে আসছে!

চন্দাবত। তেজসিংহের অনুচরেরা?

বীরমল। তা হ'লে নিশ্চয় তুমি তার কিছু অনিষ্ট ক'রেছ?

মতিচাঁদ। মশাই, ইষ্টানিষ্ট কি করেছি আপনারা শুনুন্, শুনে বিচার করুন্। এক মাঠে দু'জনেরই মোষ চ'রছিল, তেজসিংহের লোকেরা জবরদস্তি ক'রে আমার একটা মোষকে ধ'রে বলি দেয়। আমি রুখি, কাজেই একটু হাতাহাতি হয়! তেজসিংহের একজন সেপাই

আমায় কাট্‌তে আসে! আমিও রাজপুত, ছেড়ে কথা কইব কেন? তাকে বধ করি।

চন্দাবত। ঠিকই করেছ। তারপর?

মতিচাঁদ। তারপর তারই জেরে, একদল প্রহরী পাঠায় আমায় হত্যা করবার জন্য। আমি একটু আগে খবর পেয়েই স'রে পড়ি।

বীরমল। তোমার কথা সত্য ব'লে আমার মনে হ'চ্ছে না। তেজসিংহকে আমি অনেকদিন থেকেই জানি; সে কখনও একজন নিরীহকে হত্যা ক'র্‌বে না।

মতিচাঁদ। মশাই, ঠিকই বলেছেন। তেজসিংহের এতে তত দোষ নাই; এ তার স্ত্রী ধারার কাজ।

রমাবতী। ধারার?

চন্দাবত। হ'তে পারে। তাতে অসম্ভব কিছুই নাই।

মতিচাঁদ। তেজসিংহ তো বিবাদ মেটাতে সম্মত ছিল, কিন্তু তার স্ত্রী কিছুতেই সম্মত হ'ল না।

বীরমল। ঐ দিক্ থেকে একদল লোক আসছে না?

মতিচাঁদ। হাঁ হাঁ,—ঐ যে তেজসিংহই আসছে।

চন্দাবত। কোন ভয় নাই; নিশ্চিন্ত হও, আমি তোমাদের বিবাদ মিটিয়ে দেব।

দক্ষিণ দিক হইতে কতিপয় অনুচরের সহিত তেজসিংহের প্রবেশ

তেজসিংহ। (বিস্মিত হইয়া) কে,—দ্বারকার সামন্ত-প্রধান বীর চন্দাবত নয়?

চন্দাবত। হাঁ, সে-ই বটে।

তেজসিংহ। যদি আত্মীয়ভাবে এসে থাকেন, এ দীনের আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমায় চরিতার্থ করুন।

চন্দাবত। আত্মীয় কি অনাত্মীয় তা তোমার আচরণের উপরই নির্ভর ক'রবে তেজসিংহ!

বীরমল। (অগ্রসর হইয়া) যা মনেও ভাবিনি তাই হ'ল; তেজসিংহ! কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা!

তেজসিংহ। কে? বীরমল? ভাই—ভাই! (আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন; তারপর চন্দাবতের প্রতি) হে বীরকেশরী, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন্; কি জন্য আপনি এখানে এসেছেন বুঝতে পেরেছি, আর এও বুঝতে পারছি, যখন বীরমল আপনার সঙ্গে, তখন আমাদের এ মিলন শুভই হবে।

চন্দাবত। আমার সম্মতি না নিয়ে, আমার পালিতা কন্যা ধারাকে নিয়ে আসা—সমাজের চক্ষে মহা অপরাধ!

তেজসিংহ। লোকাচার অনুসারে নিন্দনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যৌবনের মোহে যা করেছি, তার জন্য এখন আমি সমাজের রীতি অনুযায়ী শাস্তি নিতে প্রস্তুত আছি। জানবেন, বিবাদ করা আমার অভিপ্রায় নয়।

বীরমল। তোমার হৃদয় উদার। তোমার নিকট এই উত্তরই আমি আশা করেছিলেম। (চন্দাবতের প্রতি) আপনার কি অভিমত?

চন্দাবত। আমি দেশাচারের পক্ষপাতী; অনর্থক বিবাদের অনুকূলে নই। আর তোমার উপর আমার কোন দ্বেষ নাই। উপস্থিত কিন্তু আমার একটি অনুরোধ,—এই ব্যক্তি—

তেজসিংহ। কে? মতিচাঁদ! আপনি একে আশ্রয় দিয়েছেন? এই মতিচাঁদ আমার একজন ভৃত্যকে হত্যা ক'রেছে!

মতিচাঁদ। কিন্তু ঝগড়াটা কে বাধিয়েছিল, বলুন।

তেজসিংহ। বেশ তো, আমি তো মেটাতে প্রস্তুত ছিলেম।

মতিচাঁদ। তুমি থাকলে কি হবে? তুমি তো ব'লে ক'য়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে, তার পর তোমার স্ত্রী একদল সেপাই নিয়ে—আমায় ধরবার জন্য সকাল থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

তেজসিংহ। কে? ধারা! তুমি কি বলছ?

মতিচাঁদ। যা সত্য তাই বলছি।

চন্দাবত। এই জন্যই এ ব্যক্তি আমার আশ্রয় ভিক্ষা ক'রেছে,—আর আমি একে সে আশ্রয় দিয়েছি।

তেজসিংহ। (একটু চিন্তা করিয়া) আপনি বীরেন্দ্রসমাজে পূজনীয়। আপনার সঙ্গেই যখন সকল বিবাদ মিটে গেল—তখন আপনার সম্মানার্থ আমি মতিচাঁদকে ক্ষমা করলেম—যদিও আমি জানি, এই মতিচাঁদ বরাবরই আমার হিংসা করে।

বীরমল। বেশ—বেশ!

চন্দাবত। তা'হলে তুমি কিম্বা তোমার লোকেরা আর একে নির্য্যাতন ক'রবে না?

তেজসিংহ। না। মতিচাঁদ, তুমি তোমার কিম্বা আমার গৃহে সর্ব্বত্র নিরাপদ।

বীরমল। ঐ দেখ—কে আসছে।

তেজসিংহ। (বিষণ্ণ হইয়া) ধারা!

চন্দাবত। সশস্ত্র অনুচর নিয়ে?

মতিচাঁদ। মশাই, আমাকেই খুঁজতে।

ধারাবতী, সশস্ত্র—একটি ছোট ভল্ল হস্তে—অনুচরবর্গসহ
ধীরপদে অগ্রসর হইয়া

ধারাবতী। হেরি বহুজন-সমাগম আজি,
ক্ষুদ্র এই দরিদ্রের দেশে!

রমাবতী। ধারাবতী—বোন!

ধারাবতী। শুনিয়াছি কিছু অগ্রে
আগমন তোমা সবাকার।
একি! স্বামী মম চিরশত্রু মতিচাঁদ পাশে—
সহ পুত্রগণ কুম্ভ চন্দাবত!
(স্বগতঃ) আর
(প্রকাশ্যে) আর দেখিতেছি বহু পরিচিত মুখ;
কিন্তু নারী আমি, বুঝিতে না পারি
বৈরী কিম্বা মিত্রভাবে
পদার্পণ হেথা সবাকার।

চন্দাবত। সৌহার্দ্দ্য স্থাপন
আকিঞ্চন আমাদের মাতঃ!

ধারাবতী। ভাল, সত্য যদি তাহা,
করি নিবেদন বন্দিয়া চরণ,
করহ অর্পণ
গৃহ-শত্রু এই মতিচাঁদে পতিরে আমার;
শাস্তিযোগ্য নরাধম ক্ষত্রিয়-পাংশুল!

তেজসিংহ। তাহে আর নাহি প্রয়োজন;
সন্ধিসূত্রে বদ্ধ মোরা।

ধারাবতী   সন্ধি! কার সনে?
এই নীচ মতিচাঁদ!
ওহো, বুঝিয়াছি অভিসন্ধি তব;
বহু বীর দিয়াছে আশ্রয় যবে,
স্বেচ্ছায় কে করে বল বৈরিতা সাধন,
উচ্চ নীতি ক্ষমা যেথা ক্ষত্রিয়ভূষণ!

তেজসিংহ। বিদ্রূপের নহে কথা,
আমি মতিচাঁদে দিয়েছি অভয়।

ধারাবতী। বেশ, দিয়ে থাক, কথা রাথ।

তেজসিংহ। (দৃঢ় ও সরলভাবে) নিঃসন্দেহ।

চন্দাবত। আনন্দের কথা, শোন মাতা,
ধীর, মহাবীর স্বামী তব অতি বিচক্ষণ,
করিয়াছে সম্মতি জ্ঞাপন,
চির-সখ্যসূত্রে বাঁধিতে আমারে
দিয়া পণ—

ধারাবতী   পণ?

চন্দাবত। উচ্চবংশ চন্দাবত কুল-রীতি
করিয়া লঙ্ঘন করিল হরণ তোমা,
দণ্ড তার—

ধারাবতী   মীমাংসিত কোদণ্ড টঙ্কারে;
অস্ত্রে অস্ত্রে ঝণৎকার,
ভল্লমুখে শোণিত ফুৎকার,
রণক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের পণের বিচার;

নহে অর্থে—
সামর্থ্যে বিজিত জয়ী ক্ষত্রিয়-সমাজ !

তেজসিংহ। কিন্তু উদ্দেশ্য যখন সখ্যতা স্থাপন,
বিবাদের কিবা প্রয়োজন ?

ধারাবতী। কাল কিন্তু বুঝিনি এ কথা,
তুমিও বোঝনি স্বামি !
তাই লোকমুখে যবে শুনিলে বারতা—
চন্দাবত রণপোত আসিতেছে
মহা আড়ম্বরে গুর্জ্জর প্রদেশে,
অনুমানি' আসন্ন সমর,
পুত্রে মোর পাঠাইলে নিরাপদ দক্ষিণ সাগরে,
ভাবি'—দ্বন্দ্বে আছে জয় পরাজয়,
শিশু পুত্রে
শ্রেয়ঃ নহে রাখা রণ-বিভীষিকা মাঝে ;
আর আজ—
অম্লান বদনে কহিতেছ তুমি
সখ্যতা স্থাপন করিয়াছ চিরশত্রু সনে !

বীরমল। তেজসিংহ, ভাই,
পাঠায়েছ পুত্রে তব দক্ষিণ সাগরে ?

তেজসিংহ। আমি ভেবেছিনু স্থির,
অনিবার্য্য হবে যুদ্ধ চন্দাবত সনে।

চন্দাবত। অর্থপণে বশ্যতা স্বীকারে কন্যা যদি হয় অন্তরায়,
যুদ্ধ বিনা কহ কি আর উপায় ?

ধারাবতী। নিয়তি চালিত নর,
ইচ্ছাধীন নহে কার্য্য তার ;
যা হবার হবে,
অনুমাত্র নাহি গণি ফলাফলে আমি ;
কিন্তু একথা নিশ্চয়,
প্রাণরক্ষা হেতু অর্থপণে কিনিতে সখ্যতা
কভু নাহি সম্মত হইব আমি।

রমাবতী। কিন্তু স্বামী মম, অর্থদানে
পরিতুষ্ট করেছেন জনকে আমার।

ধারাবতী। মান অপমান জ্ঞান নহে সমান সবার ;
বীরমল্ল বুঝে ভাল কর্ত্তব্য আপন !

বীরমল। সত্য, সত্য,
নহি অন্যের চালিত আমি ;
আমি করি, আমি যাহা বুঝি ভাল।

ধারাবতী। রণক্ষেত্রে বহু যোদ্ধা করেছ সংহার,
বীরমল্ল,
খ্যাতি তব নরহন্তা বলি' ;
কিন্তু স্বামী মোর বীর অবতার,
শৌর্য্যে বীর্য্যে নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠ তোমা হ'তে
অন্ধকারে একাকী নিশীথে,
গৃহদ্বারে মোর
ক্রুদ্ধ সিংহে অনায়াসে করিয়া সংহার,
হরণ করিল মোরে ;—

কেশরী-বিজয়ী বীর !
কীর্ত্তিগাথা যার গাহিল পবন চরাচরে,
হীন সন্ধি নহে যোগ্য কভু তার !

তেজসিংহ। (বীরমলের দিকে একবার চাহিয়া)
থাক, যেতে দাও,

চন্দাবত। সত্য,
জগতে অদ্ভুত, বীরত্বে তুলনা হীন,
তেজসিংহ বীর !

বীরমল। তাই অর্থপণে আজি স্থাপিলে সখ্যতা,
কাপুরুষ কেহ নাহি কবে তারে।

ধারাবতী। এই যদি যুক্তি তব,
বেশ, তাই হ'ক ক্ষতি নাই ;
কিন্তু—
স্বামি, সঙ্গে সঙ্গে করহ স্মরণ,
কিবা পণে বদ্ধ আছ তুমি ?

তেজসিংহ। না বুঝে প্রতিজ্ঞা যদি ক'রে থাকি কিছু
পালিতে কি বাধ্য আমি তাহা ?

ধারাবতী। নিশ্চয়-ই—
তিলমাত্র নাহিক সন্দেহ তাহে।
এক গৃহে বাস মম সনে
যদি অভিলাষ থাকে তব,
পালিতে হইবে
অক্ষরে অক্ষরে প্রতিজ্ঞা তোমার।

দেহ পণ, না করি বারণ,
দেহ পণ ;
কিন্তু অন্যায় সমরে বধিল জনকে মম
এই চন্দাবত, শাস্তি তার—দণ্ড তার ?
কহ নীরব কি হেতু ?
কহ কত অর্থ দিবে পণ ?

চন্দাবত। শক্তাবত অরিসিংহ
নহে হত অন্যায় সমরে কভু,
ন্যায় যুদ্ধে বধিয়াছি তারে,
সাক্ষী তার অগণিত ক্ষত্রিয় সর্দ্দার ;
কিন্তু অন্যায় করেছে আত্মীয় তোমার—
গুপ্তভাবে পাঠাইয়া তোমা আমার সকাশে,
ধর্ম্মকন্যা বলি'
করিতে গ্রহণ অনুরোধ করি'।

ধারাবতী নহে,
নহেক অন্যায়,
বরঞ্চ বিশিষ্ট মান করেছে অর্পণ তারা ;
অরিসিংহ-সুতা তাই পালিতা তোমার !

চন্দাবত। অনিষ্টের কেতু—
সর্ব্ব অনর্থ নিদান তুই !

ধারাবতী। বধিয়াছ জনকে আমার,
দস্যু সম করিয়াছ সর্ব্বস্ব হরণ তাঁর,
কৃত অপরাধ যদি করিয়া স্বীকার

না হও সম্মত
অর্থদানে বশ্যতা জ্ঞাপনে—
এতদিন অনিষ্ট নহিল কিছু আমা হ'তে,
কিন্তু জেন' স্থির
অদূর ভবিষ্যে হবে মহা সঙ্কট উদয়।

চন্দাবত। আসি নাই রমণীর সনে
করিবারে বাদ-বিসম্বাদ।
কহ তেজসিংহ,
শেষবার জিজ্ঞাসি তোমারে,
আছ কি সম্মত
পণদানে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বিধান ?

তেজসিংহ। প্রতিজ্ঞা করেছি যাহা
অবশ্য পালিব।

চন্দাবত। যাক্, পরম সন্তুষ্ট আমি ;
ন্যায় যুদ্ধে বধি' প্রতিপক্ষ বীরে
অর্থদণ্ডে তুষিয়াছি আত্মীয়ে তাহার
বিশ্ববাসী কভু নাহি শুনিবে এ কথা।

ধারাবতী। (গর্ব্বিতভাবে)
অতি তুচ্ছ গণি তোমা
হীন কাপুরুষ !

চন্দাবত। (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া)
দ্বৈরথ সমরে অরিসিংহে বধিয়াছি আমি,
কে আছ কোথায় আত্মীয় তাহার—

বংশগত অধিকারী সুজন স্বজন,
এস যদি থাক কেহ,
চাহ রুধিরের বিনিময়ে রুধির প্রবাহ,
চন্দাবত প্রস্তুত সতত তাহে।

ধারাবতী। (সম উত্তেজিত স্বরে)
আমি কন্যা তাঁর,
তেজসিংহ প্রতিনিধি মোর,
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বানে তোমায়।

চন্দাবত তেজসিংহ প্রতিনিধি তব ?
অসম্ভব !
যদি সম্মতি আমার করিয়া গ্রহণ
করিত বিবাহ তোমা,
কিম্বা যদি পণে তুষ্ট করি' মোরে,
ন্যায্য অধিকারে হ'ত অধিকারী,
গণিতাম তারে প্রতিনিধি বলি'
কিন্তু—

রমাবতী। (অতি ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া) পিতা, পিতা !

বীরমল। (চন্দাবতের প্রতি ব্যস্ত হইয়া)
নাহি বল কিছু। হও শান্ত।

চন্দাবত। বলিব না ?
কব উচ্চৈস্বরে ;
বীর্য্যশুল্কে যে রমণী নহেক গৃহীতা,
কিম্বা শাস্ত্রমতে যারে আত্মীয় স্বজন

মনোনীত পাত্র-করে করেনি অর্পণ,
গণি গণিকা সমান তারে ;
গণিকার স্বামী নহে গণ্য কভু
যোগ্য প্রতিনিধি বলি' !

তেজসিংহ। বীর চন্দাবত !

ধারাবতী। (ক্রোধে অধীর হইয়া)
স্পর্দ্ধা তব কর অপমান মোরে !
ভাল, ভাল ;
জানি তোমা বহুকাল হ'তে ;
জানি—যেই দিন জনকে আমার
করি' ছল, করিলে সংহার,
উষ্ণপ্রস্রবণ কোটীধারে ছুটিল উত্তপ্ত ধারা,
প্রতি রক্তকণা কহিল কাতর স্বরে—
প্রতিহিংসা তৃষাতুর তারা,
জ্বালা'না হবে শীতল
চন্দাবত-হৃদয়-শোণিত বিনা ;—
পূর্ণ কাল বুঝিলাম এতদিনে তার !
বেশ্যা বটে আমি ?
ভাল, বেশ্যা বটে ?
কিন্তু বৃদ্ধ,
কলঙ্কিত এই হীন বাণী
যেই জিহ্বা কৈল উচ্চারণ—
শতচ্ছিন্ন যেই দিন লুটাবে ধরায়,

সেই দিন হবে জেনো
সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত তব।
বেশ্যা বটে!
ভাল, স্বামী মোর তরবারি তীক্ষ্ণধারে
করিবে প্রমাণ—
কুলটা কি কুললক্ষ্মী আমি!
মতিচাঁদ, থেক না নিশ্চিন্ত ;
স্বামী মোর দিতেছে অভয়,
কিন্তু জেনো,
যেই ভৃত্যে বধিয়াছ তুমি,
ক্ষত্র সেই জন,—
আছে তার আত্মীয় স্বজন!
এস স্বামি,
স্থাপিলা অদ্ভুত কীর্ত্তি সংহারি' কেশরী,
ততোধিক উচ্চ কার্য্য সম্মুখে তোমার,
চন্দাবত বৃদ্ধ সিংহ যোদ্ধবেশে আজি
দাঁড়ায়ে দুয়ারে পরীক্ষিতে শৌর্য্য তব।

প্রস্থান

তেজসিংহ। বীরমল, এক অনুরোধ, এ দেশ ত্যাগ করার পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে যেন একবার দেখা হয়।

প্রস্থান

চন্দাবত। উদ্ধত বালিকা, তোমার পরিণাম দেখছি অতি ভীষণ!

রমাবতী। বাবা, বাবা, তোমার দ্বারা সত্যই এদের কোন অনিষ্ট হবে না।

চন্দাবত। বীরমল, সম্মুখে দেখছি ঘোর অন্ধকার!

বীরমল। কি স্থির করলেন?

চন্দাবত। এখন বলতে পাচ্ছি না; কিন্তু আমি দেখছি—আমার গুর্জ্জরে আসা নিষ্ফল হবে না।

বীরমল। (ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে) কিন্তু বীর, আমার অনুরোধ, আপনি তেজসিংহের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধারণ করবেন না।

চন্দাবত। যদি তোমার অনুরোধ না রাখি?

বীরমল। রাখতেই হবে; আপনি যতই কেন দৃঢ়সঙ্কল্প হ'ন না, রাখতেই হবে।

চন্দাবত। কেন? তোমরা যদি সকলেই তেজসিংহের পক্ষ হও, ভেবেছ কি ভয়ে আমি নিরস্ত হব?

বীরমল। আমি তো পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করেছি, কখনও শত্রুভাবে আপনার সম্মুখীন হব না। সে প্রতিজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন ক'রব না।

চন্দাবত। তুমি মহৎ!

বীরমল। কিন্তু তেজসিংহ আমার আত্মীয় অপেক্ষাও আত্মীয়, সে আমার বন্ধু! আমার অনুরোধ আপনি রক্ষা করুন—তাকে ক্ষমা করুন।

চন্দাবত। অসম্ভব, এখন যদি আমি তেজসিংহের বশ্যতার নিদর্শন কিছু না নিয়ে এখান থেকে রিক্তহস্তে ফিরে যাই, ক্ষত্রিয়-সমাজে আর মুখ দেখাতে পারব না।

বীরমল। রিক্তহস্তে আপনাকে যেতে হবে না। আমার সঙ্গে

দু'খানি রণপোত আছে, আমি তেজসিংহের হ'য়ে তার একখানি আপনাকে দিচ্ছি, গ্রহণ করুন।

চন্দাবত। তেজসিংহের জন্য তুমি দণ্ড দেবে?

বীরমল। তেজসিংহের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, তার তুলনায় এ কিছুই নয়।

চন্দাবত। তোমার কষ্টার্জ্জিত সম্পত্তি!

বীরমল। আমার যা আছে সব আপনাকে দিতে প্রস্তুত; দু'খানা রণতরীই নিন, তেজসিংহকে ক্ষমা করে এ স্থান ত্যাগ করুন। আমি আপনাকে যা দেব, জীবনে আবার হয়তো তা উপার্জ্জন করতে পারব; কিন্তু তেজসিংহের সামান্য অনিষ্টে যে ক্ষতি, তা আর এ জীবনে পূরণ করতে পারব না।

চন্দাবত। তা হবে না বীরমল! ধারা আমাকে চোখ রাঙিয়ে গেল; কিছুতেই না,—না—কিছুতেই আমি তা সহ্য ক'রব না। তোমার দান আমার হীনতারই সাক্ষী হবে; আমি কখনও তা গ্রহণ ক'রব না। আমি নিজের বাহুবলে, আমার যা প্রাপ্য তা আদায় ক'রে নেব।

মতিচাঁদ। বীরমল্ল যা ব'লেছেন, অবশ্য তা খুব ভাল পরামর্শ; কিন্তু আপনি যদি ধারাকে শিক্ষা দিতে চান—দেখুন, প্রতিশোধ নেবার উত্তম সুযোগ সম্মুখে।

চন্দাবত। প্রতিশোধ! কেমন ক'রে?

বীরমল। নিশ্চয় কোন হীন উপায়ে, তাতে সন্দেহ নাই।

রামাবতী। না বাবা, তাতে কাজ নাই।

মতিচাঁদ। ধারাকে আমি বেশ জানি; তেজসিংহ যাই বলুক, আমার উচ্ছেদ না ক'রে সে ছাড়বে না। কিন্তু আপনারা যদি শেষে

আমায় আশ্রয় দেন, তাহ'লে আমি আজই রাত্রে তার বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিই! পাপিষ্ঠা পুড়ে মরে! আপনারও প্রতিশোধ নেওয়া হয়—আমারও অপমানের শোধ হয়।

বীরমল। বদমায়েস!

মতিচাঁদ। এ মতলবে আপনার কি মনে হয়?

চন্দাবত। আমার কি মনে হয় জান? জান মতিচাঁদ, আমার কি মনে হয়? (বজ্রনির্ঘোষে) মনে হয়, এই নখ দিয়ে—তোমার নাক, কান, চোখ, ঐ কদর্য্য মুখ থেকে ছিঁড়ে নিই! হেয় রাজপুত! বৃদ্ধ চন্দাবত্‌কে চেন না, তাই তার সাম্‌নে এ কথা উচ্চারণ করতে সাহস হ'ল!

মতিচাঁদ। কিন্তু তেজসিংহ তো আপনাদের ছেড়ে কথা কইবে না।

চন্দাবত। তার জন্য আমি চিন্তিত নই কাপুরুষ! আমি এ হাতে এখনও অস্ত্র ধরতে পারি।

বীরমল। তোমার সঙ্গে এক আসনে বসাও পাপ, তুমি এখান থেকে দূর হও!

মতিচাঁদ। তাই যাচ্ছি। দেখছি নিজের উপায় নিজেকেই করতে হবে। যেদিন থেকে ধারা এসেছে, সেইদিন থেকেই দেখছি লোকের শান্তিতে বাস করা উঠে গেছে! একটা না একটা বিবাদ আছেই আছে! না,—এ আর সহ্য হয় না! (চলিয়া যাইতে যাইতে) ডাইনীকে আমিই শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি!

প্রস্থান

রমাবতী। এ লোকটা অতি নীচ!

বীরমল। রাজপুতের কলঙ্ক!

রমাবতী। (চন্দাবতের প্রতি) ও তো ধারার কোন অনিষ্ট করবে না?

চন্দাবত। পারে করুক্! আমাদের কি?

রমাবতী। তুমি ও-কথা ব'ল না বাবা; তুমি তো তার ধর্ম্মবাপ।

চন্দাবত। কুক্ষণে ধারাকে আমি গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেম! তার ফলে এতদিন পরে দেখছি, শক্তাবত অরিসিংহের কথাই বুঝি সত্য হয়!

বীরমল। অরিসিংহ?

চন্দাবত হাঁ, ধারার বাপ। যখন আমার তরবারির আঘাতে সে প'ড়ে যায়, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, চীৎকার ক'রে ব'লে উঠেছিল,—'আমি চল্লুম, কিন্তু আমার বংশে যে কেউ থাকবে—সেই এর প্রতিশোধ নেবে, একথা জেনে রেখ।

বীরমল। সে কথা কারই বা মনে আছে, আর কেই বা সে প্রতিশোধ নেবে?

চন্দাবত। কে জানে? ভবিতব্য কে জানে? শুনলেতো, অরিসিংহ তার ছেলেমেয়েদের বাঘের হৃদ্‌পিণ্ড খেতে দিত, বাঘের মত তেজস্বী হবে ব'লে! ধারাও তার মেয়েতো বটে; নইলে অমন ভয়ঙ্করী হয়! দেখে বুঝতে পাল্লে না?

একটু অগ্রসর হইয়া—তেজসিংহকে আসিতে দেখিয়া

এই যে তেজসিংহ, এরই মধ্যে?

তেজসিংহ। বীর চন্দাবত, আপনি কি ভাবছেন জানি না; কিন্তু আমি শত্রুভাবে আপনার নিকট বিদায় নিতে পাল্লেম না।

চন্দাবত। তোমার অভিপ্রায় কি?

তেজসিংহ। আত্মীয় ব'লে যে হাত একবার ধরেছি, সে হাতে শত্রুর উদ্যত তরবারি আর দেখতে চাই না। শুনুন, তোমরাও শোন, আমি সকলকেই আমার গৃহে আজ নিমন্ত্রণ কচ্ছি, আজ—কাল—যতদিন ইচ্ছা আমার গৃহে অবস্থান করুন; আপনাদের ন্যায় অতিথির যোগ্য মর্য্যাদা দানে আমি সাধ্যানুসারে কোন কার্পণ্য ক'রব না! যে বিবাদ হ'য়ে গেছে, আমার অনুরোধ, সকলে তা ভুলে যান।

বীরমল। কিন্তু ধারা, তার কি মত?

তেজসিংহ। সে এখন অনুতপ্ত; আমি তাকে বুঝিয়ে বলেছি; সে ব'লেছে আপনারা যদি তার আতিথ্য স্বীকার করেন—সে সব ভুলে যাবে।—সকলের কি মত?

রমাবতী। এতো বেশ ভাল কথা!

বীরমল। আমি বুঝতে পাচ্ছি না; যদি—

রমাবতী। এর আবার 'যদি' কি? সে যখন অনুতপ্ত, আর তেজসিংহ যখন তোমায় নিমন্ত্রণ করছেন—আমি যতদূর তোমায় চিনি, তুমি বোধ হয় কখনও তা অগ্রাহ্য করবে না।

তেজসিংহ। জীবনের বেশী ভাগ আমরা এক সঙ্গেই কাটিয়েছি বীরমল! এ বয়সে এ কখনও সম্ভব হবে না যে তুমি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

রমাবতী। আর ধারার মনে একটা চিরবিদ্বেষ পোষণের সুযোগ দিয়ে—এখান থেকে তোমার চ'লে যাওয়াও উচিত হবে না।

তেজসিংহ। চন্দ্রাবতের প্রতি আমিই অন্যায় ব্যবহার করেছি, তিনি আমায় ক্ষমা না করলে আমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারব না।

রমাবতী। তোমার জন্য আমি সব করতে প্রস্তুত তেজসিংহ, কিন্তু তুমি যা বলছ—আমি ঠিক বুঝতে পারছিনি,—

তেজসিংহ। ভবিষ্যতে কি আছে কিছুই বলা যায় না; হয়তো এই দেখা তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা; আজ তুমি আমার অনুরোধ রাখলে না; কে জানে এর জন্য তোমায় পরে ক্ষোভ করতে হবে কি না!

রমাবতী। তুমি যদি তেজসিংহের এ সামান্য অনুরোধ না রাখ—আমারও মনোকষ্ট কিছুতেই যাবে না।

বীরমল। তোমাদের দু'জনেরই যদি এই ইচ্ছা—তবে তাই হ'ক! যদিও আমার তাতে—যাক্, আমি কথা দিচ্ছি ভাই—তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেম।

তেজসিংহ। বীর চন্দাবত, আপনি তো সব শুনলেন; আপনি কি বলেন?

চন্দাবত। (গম্ভীর ভাবে) ভেবে বলব। হঠাৎ উত্তর দিতে পাচ্ছি না; ধারা বড়ই দুর্ব্যবহার ক'রেছে, আমার উত্তর কাল পাবে।

তেজসিংহ। বেশ, তাই হবে; আপনি ভেবেই বলবেন। তবে আমার বিশ্বাস, রমা আর বীরমল যখন আমার পক্ষে, তখন আমার কোন চিন্তা নাই। তারা আপনাকে শান্ত করতে পারবে। আমি আপনাদের যোগ্য অভ্যর্থনার আয়োজন করিগে। ভাই বীরমল, রমা, চন্দাবত সর্দ্দারকে নিয়ে যাওয়ার ভার তোমাদের উপর দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে চল্লেম।

প্রস্থান

বীরমল। (স্বগতঃ) ব'ল্লে ধারা অনুতপ্ত; তেজসিংহ দেখছি, ধারাকে আজও চেনেনি। সে গুরুতর একটা কিছু না ক'রে বসে এই

আমার আশঙ্কা! ·(অনুচরবর্গ ও রমার প্রতি) চল, আমরা তেজসিংহের বাড়ী যাবার জন্য প্রস্তুত হইগে।

রমাবতী। চল। (চন্দাবতের প্রতি) কিন্তু বাবা, এ তোমায় ব'লে রাখছি, ধারাকে ক্ষমা করতেই হবে। যতক্ষণ না 'হাঁ' বলবে, তোমা'কে আমি কিছুতেই ছা'ড়ব না।

বীরমল, রমা ও অনুচরবর্গের প্রস্থান

চন্দাবত। ক্ষমা! তেজসিংহ অতি নম্র, অতি মহৎ; যদি ধারা না থাকত, তা হ'লে তার ওখানে আতিথ্য-স্বীকারে আমার কোন আপত্তিই ছিল না। ধারাকে যতক্ষণ শাস্তি দিতে না পাচ্ছি—একি অরুণ?—

অরুণের প্রবেশ

অরুণ। হাঁ বাবা, সকলে ব'ল্লে তেজসিংহের সঙ্গে তোমার দেখা হ'য়েছে; সত্য কি?

চন্দাবত। হাঁ।

অরুণ। তার সঙ্গে ঝগড়াই হ'ল?

চন্দাবত। ধারার সঙ্গে বটে।

অরুণ। ধারার সঙ্গে? তোমার তা হ'লে আর কিছু করতে হবে না বাবা; তার উপর প্রতিশোধ নিতে তোমায় আর অস্ত্র ধরতে হবে না।

চন্দাবত। কেন?

অরুণ। শোন বাবা; আমি জাহাজের উপর বেড়াচ্ছি, দেখি একটা

রাজপুত, কিন্তু তার মাথায় পাগড়ী নেই—হাতে একটা দাণ্ডা, আমায় শুনিয়ে চেঁচিয়ে ব'ল্লে, 'চন্দাবত সর্দ্দারের লোকজন যারা আছ, তোমাদের সর্দ্দারকে খবর দাও, ধারাবতী তাঁকেও অপমান ক'রেছে, আমারও অপমান ক'রেছে,—এই দুই অপমানের শোধ আমিই তাকে ভাল ক'রে দেব।' এই কথা বলেই সে একখানা নৌকায় উঠে নৌকা খুলে দিলে, আর যেতে যেতে বল্লে—আরবী দস্যুদের দলপতির সঙ্গে তার পরিচয় আছে ; তাদেরই সাহায্যে সে তেজসিংহের ছেলেকে মারবে। সে নাকি এখন দক্ষিণ সাগরে আছে। আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই তেজসিংহের বংশ লোপ হবে !

চন্দাবত। বল কি ? এই কথা বল্লে ! ওঃ এখন বুঝতে পারছি, তেজসিংহ তার ছেলেকে দক্ষিণ সাগরে পাঠিয়েছে. দুর্বৃত্ত এই সুযোগে—তাকে হত্যা করতে ছুটল।

অরুণ। হাঁ, ব'ল্লে—হত্যা করতে !

চন্দাবত। আর বিলম্ব করতে পারি না ; শিকার সম্মুখে !

অরুণ। কি করবে বাবা ?

চন্দাবত। সে কথা কারোর জেনে কাজ নাই। উত্তম সুযোগ ; মতিচাঁদ নয়, প্রতিশোধ আমিই নেব।

অরুণ। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

চন্দাবত। না, তুমি রমা আর বীরমলের সঙ্গে যাও—তেজসিংহের বাড়ী, আমার হ'য়ে নিমন্ত্রণ রাখতে।

অরুণ। দিদি, বীরমল—তারাও কি এখানে ?

চন্দাবত। দৈব ঘটনায় আজ আমরা সকলে একত্রিত ; ঐ দেখ বীরমলের রণপোত—ঐ দূরে দেখা যাচ্ছে। তার সঙ্গে

আমার আর কোন বিরোধ নাই। তুমি স্বচ্ছন্দে তাদের সঙ্গে যাও।

অরুণ। তোমার শত্রুগৃহে?

চন্দাবত। শুধু নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে! নইলে সকলে ভাববে—আমরা ভয়ে কেউ যাইনি। ধারা এইবার জানবে, বৃদ্ধ চন্দাবত কি ধাতুতে গড়া! কিন্তু শোন অরুণ, আমি কোথায় যাচ্ছি—এ কথা এখন কাউকে বলো না।

অরুণ। বেশ, কাউকে বলব না।

চন্দাবত। আমার বংশের গৌরব, বৃদ্ধের আনন্দ, আসি বাবা; নিমন্ত্রণে যাচ্ছ, তারা সমারোহ ক'রবে, বংশের মান রেখে চ'লো। বেশী কথা ক'য়োনা; কিন্তু যা বলবে—যেন তা ক্ষুরধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক হয়; যারা সদ্ব্যবহার ক'রবে, তাদের কাছে অমায়িক হবে; যদি কেউ অপমান করে—কখনও তা নীরবে সহ্য করবে না। চলবে, বলবে, পুরুষের মত, বেশী ভদ্রতা দেখাতে গিয়ে যেন স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ ক'রো না।

অরুণ। না বাবা, তুমি তার জন্য কিছু ভেব না।

চন্দাবত। আমিও তেজসিংহের বাড়ী যাব; যথা সময়ে উৎসবে যোগ দেব; কিন্তু এমনভাবে যাব, যা দেখে সকলে চমকে উঠবে। (অনুচরবর্গ ও পুত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া) চল সব শেয়ালের বাচ্ছা; এইবার তোমাদের তীক্ষ্ণ নখের ধার বুঝব, চল—উষ্ণ রক্ত সম্মুখে, প্রাণ পুরে খাবে চল।

প্রস্থান

চন্দ্রাবতের পুত্রগণ

গীত

বীরকরে ধর তরবারি।
বাজাও দামামা দগড়া কাড়া ঘন দুন্দুভ তুরী ভেরী॥
নাচে ঐ শ্যামা রণরঙ্গিনী,
মুক্ত কেশপাশ যোগিনী সঙ্গিনী,
লুটে মুণ্ডমালা, রুধির-রঞ্জিত সাগরবারি॥
চল আগুসারি—চল আগুসারি—চল আগুসারি॥

অরুণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

অরুণ। এরা সব কেমন স্ফূর্তি ক'রে যুদ্ধ করতে চল্লো! ছোট ব'লে আমায় নিয়ে গেল না। সকলের ছোট হওয়া মোটেই ভাল নয়।

রমা ও বীরমলের প্রবেশ

এই যে দিদি—দিদি!

রমাবতী। অরুণ! ভাই, ভাই, তুমি কত বড় হ'য়েছ!

অরুণ। পাঁচ বছরে আর বড় হব না দিদি! তোমায় কতদিন দেখিনি বলতো! তুমি আমাদের একেবারে ভুলে গেছ, না দিদি?

রমাবতী। না ভাই, ভুলব কেন? এইতো আবার দেখা হ'ল; এবার অনেক দিন একসঙ্গে থাকব।

বীরমল। চন্দাবত ঠিকই বলেছেন, অরুণ খুব বীর হবে।

রমাবতী। বাবা কোথায় গেলেন?

অরুণ। একটু কাজে গেছেন ; আমায় তোমাদের সঙ্গে তেজসিংহের ওখানে যেতে ব'লে গেলেন। তিনিও একটু পরে সেখানে যাবেন বলেছেন। আপনারা কখন যাবেন ?

বীরমল। বেশী দেরি হবে না ; লোকজনদের জন্য একটু অপেক্ষা করছি মাত্র ; তারা নোঙ্গর ক'রে, জিনিষপত্র সব নিয়ে, ত'বে আসবে।

অরুণ। যাই, আমি তাদের একটু তাড়া দিই গে। দিদি, আমি এলেম বলে।

প্রস্থান

বীরমল। রমা !

রমাবতী। কি ?

বীরমল। একটা কথা এতদিন তোমার কাছে গোপন করেছিলেম, কিন্তু আর গোপন করা চলে না।

রমাবতী। (বিস্মিত হইয়া) কি কথা ?

বীরমল। তেজসিংহের বাড়ী যাওয়া নিরাপদ নয়।

রমাবতী। নিরাপদ নয় ? তুমি কি মনে কর তেজসিংহ—

বীরমল। যতদূর মহৎ হ'তে হয় !

রমাবতী। তবে ?

বীরমল। তা নয়, তবে আমার কেমন মনে হচ্ছে, তার ওখানে যাওয়া অপেক্ষা আমাদের এ স্থান ত্যাগ করাই ভাল ছিল।

রমাবতী। তোমার কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে ; তোমার মনের কথা খুলে বল।

বীরমল। এই যে সুবর্ণকঙ্কণ তোমার হাতে,—এখনি ঐ সমুদ্রগর্ভে

বিসর্জ্জন দাও—অতল জলে—কেউ না আর খুঁজে পায়! কি জানি—এর দ্বারাই হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের সর্ব্বনাশ হ'তে পারে।

রমাবতী। এই কঙ্কণ! কেন?

বীরমল। [নিম্নস্বরে] যে রাত্রে তোমার পিতৃগৃহ হ'তে তুমি আমার সঙ্গে চলে এস, সে রাত্রির কথা তোমার মনে পড়ে?

রমাবতী। পড়ে।

বীরমল। মনে আছে? সেদিন হোলী উৎসবের শেষ রাত্রি; স্ত্রী-পুরুষে অবাধে একসঙ্গে নৃত্যগীতে উন্মত্ত। কথায় কথায় সুভদ্রা হরণের কথা উঠল। আমি বল্লেম, আমি দ্বারকা থেকে তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে হরণ ক'রে নিয়ে যাব। সকলে হেসে উঠল; যারা ব'ল্লে, তাকে নিয়ে যায়—এমন বীর কোথায়? সে তো যাকে তাকে বরণ করবে না; তার গৃহদ্বারে শৃঙ্খলাবদ্ধ একটা দুর্জ্জয় সিংহ আছে; সে সিংহকে বধ না ক'রে কারও সাধ্য হবে না—তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে। যে বীর তার পাণিপ্রার্থনার স্পর্দ্ধা রাখে, সে যেন অন্ধকার রাত্রে একা সেই সিংহকে আগে জয় করে, তার পর—তার হৃদয়!

রমাবতী। হাঁ, হাঁ, সে কথা আমি খুব জানি। সে বরাবরই বলত বটে, আমরা হেসে উড়িয়ে দিতেম।

বীরমল। সকলে মনে করলে এ কার্য্য মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কুড়িজন মানুষও একটা সিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে বধ করতে পারে কি না সন্দেহ।

রমাবতী। কিন্তু তেজসিংহ তো অনায়াসে তাকে বধ করেছিল! তাইতো রাজবারার সর্ব্বস্থানে—তেজসিংহের বীরত্বের খ্যাতি শুনলেম।

বীরমল। বীরত্বের খ্যাতি হ'ল তেজসিংহের; কিন্তু সে সিংহ বধ করেছিলেম আমি!

রমাবতী। (উচ্চ চীৎকারে—সবিস্ময়ে) তুমি!

বীরমল। উৎসবান্তে সকলে চলে গেল; তেজসিংহ আমায় বল্লে, ধারাকে সে ভালবাসে; যদি ধারাকে না পায় সে বাঁচবে না; আমি বল্লেম, 'বেশতো, সিংহ বধ ক'রে তাকে বিবাহ কর।' সে বল্লে,—'পশু-যুদ্ধে ফলাফল অনিশ্চিত; যদি মরি, ধারাকে তো পাব না।' অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হ'ল, আমি তেজসিংহের বেশে, সিংহ বধ ক'রে ধারার গৃহে প্রবেশ ক'রব, আর তাকে নিয়ে তেজসিংহের নৌকায় তুলে দেব।

রমাবতী। (আনন্দ গর্ব্বে) তা হ'লে তুমি—তুমি সেই সিংহকে বধ করেছ!

বীরমল। হাঁ, আমি। অন্ধকার রাত্রি—অন্ধকার গৃহ,—উৎসবে ভাঙ্‌পানে অর্দ্ধ অচেতন ধারা—মনে ক'ল্লে—আমি তেজসিংহ, তার হাতের কঙ্কণ আমার হাতে পরিয়ে দিয়ে ব'ল্লে—'এই আমাদের রাখী-বন্ধন!'—সেই কঙ্কণ—ঐ তোমার হাতে!

রমাবতী। (একটু ইতস্ততঃ ভাবে) সারা রাত্রি তুমি তার পাশে ছিলে?

বীরমল। সে আমার নির্ব্বাচিত বন্ধুপত্নী। আর তরবারির তীক্ষ্ণধার আমাদের দু'জনের মধ্যে ব্যবধান ছিল। (একটু থামিয়া) আমি ধারাকে তেজসিংহের নৌকায় তুলে দিই; সে তেজসিংহের সঙ্গে দ্বারকা ত্যাগ করে। এ রহস্য সে এখনও পর্য্যন্ত কিছুই জানেনা; তার পর আমি তোমার শয়নকক্ষে যাই—তোমাকে নিয়ে চলে আসি।

রমাবতী। অদ্ভুত বীরত্ব তোমার! সত্যই অদ্ভুত! এ বীরত্ব তোমাতেই সম্ভব, আর কাহাতেও নয়। আর ইচ্ছা ক'রলে তুমি ধারাকে

তো অনায়াসে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করতে পারতে ; কিন্তু তা না ক'রে তুমি আমায় চরণে স্থান দিয়েছ, তুমি আমায় কত ভালবাস ! সত্যই—আজ বুঝতে পাচ্ছি—আমার মত ভাগ্যবতী কেউ নাই।

বীরমল। রমা, এখন বুঝতে পারছ, এই কঙ্কণ আমাদের সকলেরই সর্ব্বনাশের কারণ হ'তে পারে। ধারা না দেখতে পায়—ধারা না জানতে পারে, এই জন্যই তোমায় বলছিলেম এই রাখী সমুদ্রগর্ভে ফেলে দাও—কেউ না আর এর অস্তিত্ব জানতে পারে !

রমাবতী। না—না—কখনও না ; তুমি অমন আদেশ আমায় ক'রো না ; আমার বীর স্বামীর বীর কীর্ত্তির গর্ব্বের নিদর্শন। এ আমি কিছুতেই ত্যাগ করব না। তোমার ভয় নাই, এ আমি খুব লুকিয়ে রাখব, কেউ দেখতে পাবে না। আর তুমি আমায় যা ব'ল্লে, আমি কখনও তা প্রকাশ ক'রে তোমার কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হব না।

অরুণের পুনঃ প্রবেশ

অরুণ। চলুন, আমরা সকলেই প্রস্তুত ; দিদি, চল।

রমাবতী। চল ভাই ; (বীরমলের প্রতি) চল বীর !

বীরমল। ধীরে—রমা, ধীরে ! তোমারি উপর নির্ভর করছে আমাদের সম্মুখের পথ কুসুমাকীর্ণ হবে, না রক্তের ঢেউয়ে ভেসে যাবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সমুদ্রতীর

ভানুসিংহ। কিছুই তো বুঝতে পারছি না! যেন চারিদিকে একটা বিভীষিকার আবরণ! প্রফুল্ল মনে মার পূজা করতে গেলেম; কিন্তু ক্রমশঃ যেন একটা ছায়া আমার অন্তরকে ছেয়ে ফেলেছে। মা মা! হঠাৎ কেন এ ভাবান্তর হ'ল?

চারণীর প্রবেশ

গীত

সোনার বরণ গৌরী আমার
কেন মা তুই হ'লি কালী।
যে রূপেতে ভাঙড় ভোলা
সে রূপ কোথা লুকালি॥
শুনি শ্যামা আমার শান্ত মেয়ে
শ্মশানে কেন মা বেড়াস ধেয়ে
কুলবধূ লাজের মাথা খেয়ে
কেন দিগম্বরী ভয়ঙ্করী—হ'য়ে মুণ্ডমালী॥

ভানুসিংহ। হাঁ মা, তোমার বেশ দেখে বোধ হচ্ছে তুমি তো চারণী। শুনি চারণীরা ভূত ভবিষ্যৎ বলতে পারে। তুমি বলতে পার, পূজা করতে গিয়ে মার এমন ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখলেম কেন ?

চারণী। কি দেখলে বাবা ?

ভানুসিংহ। মা'র চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেব ব'লে চোখ বুজলেম ; মনে হ'ল সম্মুখের পাষাণ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে যেন এক অনাহারক্লিষ্টা কঙ্কালময়ী রমণী—কোটরগত চক্ষু, কম্পিত নাসাপুট, কম্পিত ওষ্ঠ, কাতরকণ্ঠে কি যেন বলছে ; স্বর তার অতি করুণ, অতি তীব্র, ভাষা অবোধ্য ;—আতঙ্কে শিউরে উঠলেম, ভয়ে মনঃস্থির করতে না পেরে মন্দির হতে বেরিয়ে এলেম।

চারণী। তার পর ?

ভানুসিংহ। পুরোহিতের সঙ্গে দেখা হ'ল। দেখলেম তিনিও ম্লান ; আমি যা দেখেছি সব তাঁকে বল্লেম। আমার কথা শুনে তিনি বালকের ন্যায় কেঁদে উঠলেন ; বল্লেন—মা তিন দিন পূজা গ্রহণ করেননি, ত্রিশ বৎসর তিনি মাকে ভোগ নিবেদন ক'রে দেন, শিবারূপে শিবানী সে ভোগ সাগ্রহে গ্রহণ করেন ; কিন্তু আজ তিন দিন মা সে ভোগ স্পর্শও করেন নি ! পুরোহিত বল্লেন আজ অহোরাত্র দেখবেন ; যদি মা আজও না ভোগ গ্রহণ করেন, তা হলে তিনি নিজ মুণ্ড বলি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবেন ! তাঁর বিশ্বাস, এ কোন দেশব্যাপী দুর্ঘটনার পূর্ব্ব সূচনা ; তিনি পুরোহিত, এর প্রায়শ্চিত্ত তাঁরই করা কর্ত্তব্য।

চারণী। পুরোহিত সিদ্ধপুরুষ, তিনি ঠিকই অনুমান করেছেন।

মা'র মূর্ত্তির ব্যতিক্রম আমিও লক্ষ্য করেছি বাবা! কিন্তু এর পরিণাম যে কি, তা বলবার ক্ষমতা আমার ত নাই। তুমি বল্লে আমি ভূত ভবিষ্যৎ সব বলতে পারি; তোমার অনুমান মিথ্যা। ভূতনাথ ভিন্ন ভূত ভবিষ্যৎ কে জানে, কে বলবে! আমি চারণী—অরণ্যে, বনে, নগরে, গ্রামে, পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে রাজপুত মহিমা কীর্ত্তন ক'রে বেড়াই; আমি লক্ষ্য করছি আজ ক'দিন থেকে যেন আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে! দেখছি—ঐ আকাশ আর ধরণী যেখানে মিশেছে, সেই দিগ্‌বলয় রেখায় উচ্ছ্বসিত রুধির তরঙ্গ! শুনছি—যেন বাতাসে কার রোদনধ্বনি ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে!

ভানুসিংহ। কি হবে মা?

চারণী। মাকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁরই কাছে উত্তর পাবে। সঙ্কল্প করে বসো, সরল প্রাণের সঙ্কল্প কখনো বিফল হবে না! আমি যা শুনেছি তুমিও তাই শুনবে।

ভানুসিংহ। কি শুনেছ মা?

চারণী। কি শুনেছি? কি শুনেছি?—এ রক্তমাংসের কণ্ঠে সে কথা উচ্চারণ করতে পারব না বাবা! কত—কত বৎসর পূর্ব্বে একবার চিতোর সে কথা শুনেছিল—প্রান্তর, অরণ্য, গগন, সে রবে কেঁপে উঠেছিল; আরাবল্লীর পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে, সে ধ্বনি মহাকালের মহানিদ্রা ভাঙ্গিয়ে চিতোরকে শ্মশান করেছিল; সেই বিকট ধ্বনি শুনেছি; হাঁ—স্পষ্ট শুনেছি; কি হবে কে জানে—কে জানে!

প্রস্থান

ভানুসিংহ। এলেম হাসি মুখে দেশ বেড়াতে—কিন্তু কি অদৃষ্টের ফের, এ দেশে পা দিতে না দিতেই একি বিভীষিকা! চন্দাবত শুনলেম রণতরী নিয়ে কোথায় গেছে; যাবার সময় আমায় একবার খুঁজলেও না। অরুণকেও সঙ্গে নেয়নি; শুনলেম সে বীরমল্লের সঙ্গে তেজসিংহের বাড়ী গেছে নিমন্ত্রণ রাখতে। চন্দাবতের আদেশ না পেয়ে সেখানেও তো যেতে পারছিনি! চারণীতো একটা আতঙ্কের আভাষ দিয়ে গেল! ব'লে গেল, সরল প্রাণের সঙ্কল্প কখনও বিফল হবে না। একা কোথায়-ই বা ঘুরব? যাই, মা'র মন্দিরে সঙ্কল্প করেই বসি।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাল—রাত্রি। তেজসিংহের বাটী। উজ্জ্বল আলোকমালায় ভূষিত উৎসব-মণ্ডপ। নর্ত্তকীগণ গান গাহিতেছিল। একটু পরে—ধারা ও রমা প্রবেশ করিলেন

নর্ত্তকীগণের গীত

ভালবেসো বোসো বেসো—লুকিয়ে বেসো না।
বুকে জ্বেলে চিতার আগুন, মুখে হেসো না॥
ভাবের ঘরে চুরি ক'রে,
রেখোনা ছায়ায় ধ'রে,
কি জানি কি হয় বা পরে ;—
সরল প্রাণে ভালবেসো—নয়তো বেসো না।
যদি শ্যাম রাখতো কুলের দিকে ফিরে চেও না,
সাধ থাকেতো তবেই ভেসো—নয়তো ভেসো না॥

রমাবতী। সুন্দর বাড়ী! চমৎকার সাজান! চারিদিকেই সজীব প্রফুল্লতা! তবু বলছ, তুমি সুখী নও। কেন ধারা, আমিতো বুঝতে পারলেম না।

ধারাবতী। পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী! খাঁচা সোনারই হ'ক, আর লোহারই হ'ক, কি আসে যায় রমা।

রমাবতী। ভগবানের কৃপায় অমন সোনার পুতুল কোলে পেয়েছ।

অমর—! আহা! কেমনটি হ'য়েছে তাকে দেখতে পেলেম না। তোমার মত, না তার বাপের মত ?

ধারাবতী। কলঙ্কিনীর গর্ভে যার জন্ম—তার জীবনতো একটা ব্যাধি ; বেঁচে থাকা তার বিড়ম্বনা! এর চাইতে ছেলে না হওয়াই ভাল ছিল।

রমাবতী। কলঙ্কিনী ?

ধারাবতী। চন্দাবত যা বলেছেন—তা কি ভুলে গেলে ?

রমাবতী। রাগের মাথায় কি বলেছেন, ও তুমি কিছু মনে ক'রনা বোন্।

ধারাবতী। কি নয় রমা, চন্দাবত ঠিকই বলেছেন, অমর গণিকার পুত্র!

রমাবতী। ধারা, কেন বৃথা ক্ষোভ করছ, কেন এ কথা বলছ ?

ধারাবতী কিছু না ; তুমি ব'স, অন্য কথা কই। আচ্ছা রমা, তুমি কখনও রাজগৃহে অতিথি হয়েছিলে ?

রমাবতী। হাঁ, একবার স্বামীর সঙ্গে চিতোরের মহারাণার অতিথি হয়েছিলেম। বীরমল্লের স্ত্রী ব'লে সে কি আদর—কি যত্ন! সেই দিন বুঝেছিলেম বীরপত্নী হওয়া রমণীর কি সৌভাগ্য—কি গৌরব!

ধারাবতী। হাঁ, শুনেছি বীরেন্দ্র সমাজে তোমার স্বামীর বীরত্বের খ্যাতি খুব ; কিন্তু রমা, আমার স্বামী তেজসিংহ বীরত্বে বীরমলকেও পরাস্ত ক'রেছেন! কেন, তোমার কি মনে নাই—সেই সিংহবধের কথা ?

রমাবতী। তেজসিংহ ?

ধারাবতী। (না শুনিয়া,—বলিতে লাগিলেন) তেজসিংহ যে অসম সাহসের কাজ ক'রেছেন—বীরমল তা কল্পনা করতেও পারেন না। যাক্

সে কথা! আচ্ছা রমা, তুমিতো বীরপত্নী, সত্য ক'রে বল দেখি, রণক্ষেত্রে যখন সহস্র সহস্র কোষমুক্ত তরবারি ঝন্ ঝন্ শব্দে দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, যখন বীরহস্ত-নিক্ষিপ্ত ভল্ল সূর্য্যকিরণে বিদ্যুতের মত জ্ব'লে উঠে শত্রুবক্ষে শোণিতের ধারা ছুটিয়ে দেয়, তখন কি তোমার ইচ্ছা করে না সেই ভৈরব উৎসবে উলঙ্গ কৃপাণ হাতে বীরাঙ্গনার ন্যায় দাঁড়াতে?

রমাবতী। কখনও না; এ তুমি কি ব'লছ বোন; ভুলে যাচ্ছ কেন যে আমরা রমণী!

ধারাবতী। রমণী? রমণী কি এতই দুর্ব্বল—এমনি অপদার্থ? কিন্তু এই রমণীই যে কি না পারে তাতো জানি না! আচ্ছা, বেশ, তোমার কথাই মেনে নিলেম; রমণী অবলা, যুদ্ধ করতে পারে না। কিন্তু একটা কথার উত্তর বোধ হয় তুমি দিতে পারবে?

রমাবতী। কি?

ধারাবতী। পুরুষ যখনই এই রমণীকে তার আগ্রহ-আকুল বাহু দিয়ে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে, তখনই কি এই রমণীর ধমনীতে অগ্নিস্রোতের ন্যায় তপ্ত রক্তের ঢেউ ব'য়ে যায়? তার বক্ষ কি একটা অদম্য উল্লাসে নেচে উঠে?

রমাবতী। ধারা, এ তুমি কি বলছ?

ধারাবতী। যা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর দাও।

রমাবতী। এতো তুমি নিজেই জান; আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে আর লজ্জা দাও কেন?

ধারাবতী। জানি; একবার,—একবার! নিস্তব্ধ নিশীথিনী—সর্ব্বলজ্জাহরণ গাঢ় কৃষ্ণ আবরণে তার সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলেছিল; একবার! মনে হ'ল—দৃঢ়বর্ম্মের কঠিন আচ্ছাদন মুহূর্ত্তের জন্য বুঝি চূর্ণ হ'য়ে মাটীতে

লুটিয়ে প'ড়্ল! একবার! সে বীর বাহুর নির্ম্মম নিষ্পেষণে—আকুল আমি—আত্মহারা আমি—তারপর—তারপর—

রমাবতী। কি—বীরমলের?

ধারাবতী। বীরমল! না, না, বীরমল কে ব'ল্লে? তেজসিংহ; তেজসিংহ যে দিন আমায় পত্নী ব'লে গ্রহণ করেন।

রমাবতী। (সামলাইয়া) হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে; হাঁ, আমি জানি।

ধারাবতী। সেই একদিন—একবার! জীবনে আর দ্বিতীয় দিন নয়। মনে হ'য়েছিল, পৃথিবীর সমস্ত সম্মোহন বুঝি পুঞ্জীভূত হ'য়ে সে বীরবক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেছে! তেজসিংহ—অমিততেজ তেজসিংহের বাহুপাশে বদ্ধ আমি,—বিহ্বলা—অজ্ঞাত আনন্দে অধীরা—হৃতচেতনা—উন্মাদিনী আমি! একদিন! কিন্তু বোন আর নয়, এ পাঁচ বৎসরের মধ্যে তেমন আকুলতা আর একদিনও অনুভব করিনি। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করছিলেম। একি! তোমার মুখ এমন বিবর্ণ হ'ল কেন? তোমার কি কিছু অসুখ করছে?

রমাবতী। অসুখ? (আত্মস্থ হইয়া) কৈ না—কিছু না।

ধারাবতী। (রমার প্রতি আর লক্ষ্য না করিয়া) না—এ আর ভাল লাগে না! প্রাচীরে আবদ্ধ এই গৃহের বাইরে, একবার উন্মুক্ত—উদার রণপ্রাঙ্গণে, ভীমা অসি করে চামুণ্ডার মত ছুটে বেড়াতে ইচ্ছা হয়,—দেখি, যদি তাতে আনন্দ পাই! চারিদিকে রুধিরতরঙ্গ, চারিদিকে ছিন্নমুখের বিকট মেলা, চারিদিকে তুরী ভেরী ভল্ল কৃপাণের ভৈরব ঝঙ্কার,—দেখি, তার মধ্যে এই ঘৃণিত উপেক্ষিত দুর্ভর রমণী-জীবনকে মহিমাময় ক'রে তোলা যায় কি না? রমা, আমি যে এই গৃহ-কারাগারে এতদিন কি ক'রে বেঁচে আছি—তা দেখে তুমি একটুও বিস্মিত হ'চ্ছ না?

আমার পাশে অন্ধকার রাত্রে একা ব'সে থাকতে সত্যই কি তোমার ভয় হয় না? তোমার কি মনে হ'চ্ছে না—এই যে আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি, এ আমি জীবিত নই, ধারা বহুপূর্ব্বে ম'রে গেছে—এ একটা প্রেতিনী তার মৃতদেহ অধিকার ক'রে নিষ্ফল ক্রন্দন করছে মাত্র?

রমাবতী। (অত্যন্ত অস্বস্তির সহিত) অন্য কথা কও ধারা, চল—উৎসবে যোগ দিই।

ধারাবতী। না, না, ব'স। কোথাও যেতে ভাল লাগছে না; অনেকদিন পরে তোমায় পেয়েছি—অনেক দিন পরে; এস দুই বোনে ব'সে একটু গল্প করি।—রমা!

রমাবতী। কি?

ধারাবতী। তোমার কি মনে হয় বীরমল তোমায় পেয়ে সুখী?

রমাবতী। না হবারতো কোন কারণ দেখিনি।

ধারাবতী। সে কি মনে করে তুমি তার যোগ্যা?

রমাবতী। নই কেন?

ধারাবতী। রমা, তুমি কি যাদু জান? ডাকিনীর যাদুমন্ত্র? নইলে বীরমলকে তুমি ভোলালে কি ক'রে?

রমাবতী। ছি—ছি—তুমি যা বলছ—এ অতি ঘৃণার কথা! চল, আমরা অন্যত্র যাই।

ধারাবতী। (রমাকে ধরিয়া) আমি রহস্য করছিলেম বোন, কিছু মনে ক'র না; ব'স। তোমার কাছ থেকে এখানে এসে, আমার কি মনে হয় জান রমা? গভীর রাত্রে একাকিনী অর্গলবদ্ধ এই গৃহে ব'সে যখন ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রের গর্জ্জন শুনি, তখন মনে হয়—মরণ-সমুদ্রের ভীম কল্লোল ঐ সমুদ্রগর্জ্জনকে ছাপিয়ে আমায় ডাকছে—আয়—আয়—আয়!

আর সেই সুরে সুর মিশিয়ে কত ওপারের যাত্রী চলেছে,—কাতারে কাতার—কত বীর—কত বীরাঙ্গনা—সংসার-সমরের বিজয়িনী, বাহিনী—গৌরবের মাণিক মুকুট মাথায়, সাফল্যের বিজয়মাল্য গলায়!—কি বিচিত্র সে সঙ্গীত! শুনতে শুনতে মনে হয় কবে যাব—কবে যাব; ঐ নীল সাগরের অতল তলে—আমার চিরবাঞ্ছিত সুখশয্যা যেখানে পাতা আছে—সেখানে কবে যাব!

রমাবতী। আমায় ছেড়ে দাও বোন, আমায় যেতে দাও, আমি তোমার কোন কথা আর শুনব না।

ধারাবতী। তুমি নিতান্তই সরলা! তুমি ব'স।—মতিয়া! মতিয়া!

মতিয়ার প্রবেশ

ধারাবতী। নর্ত্তকীরা কোথায়?

মতিয়া। তারা পাশেই অপেক্ষা করছে, ডাকব?

ধারাবতী। না থাক্, তুই গান গা'। গান গেয়ে রমাকে ভুলিয়ে রাখ্।

মতিয়ার গীত

কত লুকান' মরম ব্যথা
কত অজানা মনের কথা
ফুটে উঠে উজল নয়নে॥
কত রাগ বিরাগ, কত মান সোহাগ,
কত কম্পিত চুম্বন ওগো অঙ্কিত
লাজ-আনত আননে॥
কত নিশি জাগরণ, কত হিয়া শিহরণ,
কত মধু স্বপন তাহারি ধেয়ানে॥

প্রস্থান

বীরমল এবং তেজসিংহ অরুণের হাত ধরিয়া প্রবেশ করিলেন

তেজসিংহ। এ আনন্দের মিলন সত্যই আশাতীত! বীরমল, সহোদরাধিক সুহৃদ্! এ দরিদ্রের গৃহে তোমার সস্ত্রীক আগমন, ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ বীর চন্দাবত-পুত্রের আতিথ্য গ্রহণ, শুনলেম বীর চন্দাবতও এ উৎসবে শীঘ্রই যোগ দেবেন—এ সব যেন আমার একটা সুখস্বপ্ন ব'লে মনে হচ্ছে।

অরুণ। বাবা নিশ্চয়ই আসবেন; তিনি একটা বিশেষ কাজে গেছেন; সেখান থেকে বরাবর এইখানেই আসবেন।

তেজসিংহ। এ আনন্দের দিনে যদি অমর আমার এখানে থাকত!

অরুণ। তাকে আপনি বড় ভালবাসেন, না? অমর কেমন দেখতে?

তেজসিংহ। সুন্দর সরল বালক।

ধারাবতী। কিন্তু বীরপুত্র নয়!

তেজসিংহ। তুমি এ কথা বলছ?

ধারাবতী। বলব না? তুমিইতো বাছাকে বাড়ী থেকে সরিয়ে রাখলে।

তেজসিংহ। এখন মনে হচ্ছে, তাকে কাছ ছাড়া না করলেই ভাল হ'ত। (অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে) কিন্তু বীরমল, তুমিতো জান, জীবনে এমন এক একটা সময় এসে পড়ে, যখন মানুষের ভালবাসার সামগ্রী অপেক্ষা প্রিয় আর কিছু থাকে না। (পুনরায় স্বাভাবিক কণ্ঠে) যখন শুনলেম বীর চন্দাবত সসৈন্যে গুর্জ্জরে আসছেন, তখন একটা আসন্ন সমরের প্রত্যাশায় সকলেরই মনে এক ভাবনা হয়েছিল অমরকে নিয়ে।

ধারাবতী। কিন্তু সকলেরই তখন ভাবা উচিত ছিল, মানুষের প্রাণ অপেক্ষাও ভাববার আরো কিছু আছে।

তেজসিংহ। কি?

ধারাবতী। মান!

তেজসিংহ। ধারা!

বীরমল। কিন্তু তেজসিংহ সম্বন্ধে কেউ এ কথা ব'লবে না যে, সে ভয়ে ছেলেকে অন্যত্র পাঠিয়েছে।

তেজসিংহ। এত অভ্যাগতের মধ্যে আমায় অপদস্থ করা তোমার সাজে না ধারা!

ধারাবতী। (ঈষৎহাস্যে) বটে? আচ্ছা বীরমল, খুব তুফানে পাড়ী দিতে পার?

বীরমল। পারি।

ধারাবতী। বেশ, আমিও একদিন দেখব—তুফানে তরী ভাসিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছুতে পারি কি না।

বলিয়া একটু দূরে সরিয়া গেলেন

রমাবতী। (নিম্ন—অথচ উৎকণ্ঠিতস্বরে) প্রভু, চল এখনি আমরা এ স্থান ত্যাগ করি—এইরাত্রেই!

বীরমল। আর হয় না; তুমিই তো—

রমাবতী। তখন আমি ধারাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেম, কিন্তু এখন তার কথা শুনে ভয়ে শিউরে উঠছি।

উৎসব মণ্ডপে বহুলোক প্রবেশ করিলেন

তেজসিংহ। সকলে অবাধে উৎসবে যোগ দিন; আজ এ মিলন আমাদের শুভ মিলন। দ্বারকার সামন্ত-প্রধান স্বয়ং এখানে উপস্থিত হ'য়ে আমাদিগকে সম্মানিত ক'রবেন।

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

গীত

আজি এস এস হে—
আপনার ঘরে আপনার মত আজি এস হে।
বসন্ত এসেছে আগে,
বিরহী চাঁদ গগনে জাগে,
হাসে অনুরাগে তারকা কত সোহগে ;
তুমি সকল বিরাগ ভুলি' এস—এস হে ॥
আলোকে পুলকে ছন্দে, কুসুম গন্ধে মাতোয়ারা ধরা,
তুমি শুধু ভালবেসো হে ॥

প্রস্থান

ধারাবতী। এত বীরের একত্র সমাবেশ হঠাৎ দেখা যায় না। রাজবারার এক প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে, এস, একে একে সকলে আত্মকাহিনী বল,—কে কি বীরোচিত কার্য্য করেছ ; সকলে শুনে বিচার করুন, এই বীরমণ্ডলীর মধ্যে বীরত্বে কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ !

তেজসিংহ। এ পদ্ধতির অনুসরণ সব সময় নিরাপদ নয় ; অনেক সময় এতে অনর্থক বিবাদের সূচনা করে। এ প্রথা নিন্দনীয়।

ধারাবতী। তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি ?

বীরমল। ভয় ? তেজসিংহের ভয়, এ কথা কেউ বলবে না ! কিন্তু এত লোকে—প্রত্যেকে যদি আপনার কথা বলে, তাহ'লেতো এক রাত্রে সকলের বলা শেষ হবে না। তার অপেক্ষা, তেজসিংহ, তুমিই বল—কত দূর দেশে তুমি বেড়িয়েছ।

ধারাবতী। না, না; দেশ বেড়ান'র কথা আর কি বলবে! ও আমার আদৌ ভাল লাগে না। বীরমল, তুমিই আরম্ভ কর; বল, সব চেয়ে বীরত্বের কাজ তুমি কি করেছ? তোমার বলা হ'লে আমার স্বামীর পালা।

বীরমল। মুসলমানেরা একবার রাজপুতানার অষ্টগিরি দুর্গ অধিকার করে; আমি একা প্রায় বারো জন শত্রুসৈন্যকে পরাস্ত ক'রে দুর্গমধ্যে প্রবেশ ক'রে দুর্গের লৌহদ্বার খুলে দিই। তার পর আমাদের সৈন্যেরা দুর্গ হ'তে তুর্কীদের তাড়িয়ে দেয়।

ধারাবতী। হাঁ, বীরোচিত বটে; কিন্তু তুমি ত সশস্ত্র ছিলে?

বীরমল। হাঁ; পূর্ণ সাজে।

ধারাবতী। তবু বাহাদুরী আছে স্বীকার করি। স্বামি, এবার তুমি কি ক'রেছ বল?

তেজসিংহ। (অনিচ্ছাসত্ত্বে) আমি এমন আর কি করেছি। একবার একদল নৌ-দস্যু আমায় আক্রমণ করেছিল। আমি প্রস্তুত ছিলেম না; তবু আমি একা তাদের আটজনকে পরাস্ত ক'রে চলে আসি।

ধারাবতী। কিন্তু, এর চাইতেও তুমি এমন কথা বলতে পারতে, যা শুনলে সকলে চমকে উঠত।

তেজসিংহ। না, আমার আর বলবার মত বিশেষ কিছুই নাই।

ধারাবতী। তুমি যদি বলতে না চাও, তা হ'লে তোমার হ'য়ে আমাকেই বলতে হয়।

তেজসিংহ। ধারা, চুপ কর।

ধারাবতী। বীরমল বারো জনকে একা পরাস্ত ক'রেছেন, কিন্তু আমার স্বামী প্রায় নিরস্ত্র—একখানি মাত্র ক্ষুদ্র তরবারি হস্তে, একটা

প্রকাণ্ড সিংহকে বধ ক'রেছেন, যা কুড়ি জন সশস্ত্র বীরে পারে কিনা সন্দেহ।

তেজসিংহ। (উত্তেজিত ভাবে) ধারা !

রমাবতী। (নিম্নস্বরে বীরমলের প্রতি) এ অপমান নীরবে সহ্য করবে ?

বীরমল। (রমার প্রতি) স্থির হও, নারি !

ধারাবতী। (উচ্চকণ্ঠে) বল তোমরা, কার বীরত্ব-গৌরব অধিক ? আমার স্বামীর, না বীরমলের ? আমার জিজ্ঞাসা করবার অধিকার আছে, তাই আমি জিজ্ঞাসা করছি।

জনৈক বৃদ্ধ। সত্য কথা বলতে কি, তেজসিংহের বীরত্ব অসাধারণ ; বীরত্ব-গৌরবে তেজসিংহ উপস্থিত সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বীরমল তার পরে।

তেজসিংহ। (চারিদিকে চাহিয়া) বীরমল—ভাই—

রমাবতী। (নিম্নস্বরে) বন্ধুত্বের খাতিরে এতটা অপমান সহ্য করা নিতান্তই অশোভনীয়।

বীরমল। স্থির হও রমা। (প্রকাশ্যে সকলের প্রতি) তেজসিংহ উপস্থিত সকলের অপেক্ষা সম্মানযোগ্য তাতে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু তেজসিংহ যদি সিংহবধ নাও করতেন, তাহ'লেও এখানে কারুর অপেক্ষা বীরত্ব-গৌরবে তাঁকে কোন অংশেই আমি হীন মনে করতেম না।

ধারাবতী। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে বীরমল, তোমার একটু গায়ের জ্বালা হ'য়েছে।

বীরমল। (হাসিয়া) তোমার চোখের ভুল, ধারা ! (প্রীতস্বরে তেজসিংহের প্রতি) তেজসিংহ, আমাদের এ বন্ধুত্ব চিরদিনই অবিচ্ছিন্ন থাকবে—যেই কেন তা নষ্ট করতে চেষ্টা করুক না !

ধারাবতী। অন্ততঃ এখানেতো কেউ সে চেষ্টা করছে না—যতদূর আমি জানি!

বীরমল। তুমি সে কথা ব'লো না; সত্য বলতে কি—তোমার রকম সকম দেখে আমারই সময় সময় মনে হচ্ছে, তুমি এই উৎসবে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছ, একটা বিবাদ বাধাবার জন্য।

ধারাবতী। আমার দোষ দিচ্ছ মিছে! বরং আমার স্বামীর অপেক্ষা তুমি সম্মানে ছোট—এই জন্য তোমার পক্ষেই বিবাদ বাধান সম্ভব।

বীরমল। অসম্ভব! আমি চিরদিনই তেজসিংহকে আমার উপরে স্থান দিয়েছি।

ধারাবতী। তেজসিংহের পরেই তোমার স্থান বীরমল, এও কম সম্মানের নয়! আর যদি—(অরুণসিংহের দিকে কটাক্ষ করিয়া) বৃদ্ধ চন্দাবত বীর এখানে উপস্থিত থাকতেন, তাহ'লে তাঁর স্থান হ'ত—তোমার পরে।

অরুণ। আর তোমার পিতা অরিসিংহ যদি জীবিত থাকতেন—আর আজ এখানে আসতেন, তাহ'লে তাঁর আসন হ'ত চন্দাবত সর্দ্দারের পরে; কেননা তিনি আমার বাবার কাছে বরাবরই মাথা নীচু ক'রে এসেছেন!

ধারাবতী। এ কথা বলবার তোমার কোন অধিকার নাই, বালক! কেন না লোকে বলে চন্দাবত সর্দ্দার একটা ভাঁড়; বীরত্বের অপেক্ষা ভাঁড়ামীতেই তাঁর পটুতা অধিক!

অরুণ। যারা বলে, তাদের শিখিয়ে দিও, তারা যেন ঘরের কোণে এমনি চুপি-চুপি সে কথা বলে—যা আমার কাণে এসে না পৌঁছায়!

ধারাবতী। (বিদ্রূপাত্মক হাস্যের সহিত) পৌঁছুলে কি করবে ?

অরুণ। তাদের এমন শিক্ষা দেব—যা শুনলে লোকে শিউরে উঠবে !

ধারাবতী। অজাতশ্মশ্রু বালকের মুখে শুনতে বেশ ! এতই যদি তোমার বীরত্বের অভিমান, তা হ'লে তোমাকে তোমার ভায়েদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে না পাঠিয়ে—বাড়ীতে আঁচল চাপা দিয়ে রাখাতো তোমার বাপের বড়ই অন্যায় !

অরুণ। তা নয় ধারা ! আমার বাবার অন্যায় হ'য়েছে তোমার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি না রাখায় ; নইলে কি তুমি দ্বারকার কুলত্যাগ ক'রে আজ এখানে পালিয়ে আসতে পারতে ?

বীরমল ও তেজসিংহ। অরুণ !

রমাবতী। ভাই—ভাই !

ধারাবতী। (ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবরে—কিন্তু নিম্নস্বরে) ভাল, ভাল, অপেক্ষা কর।

অরুণ। (তেঁজসিংহের হাত ধরিয়া) তেজসিংহ, আমার উপর ক্রোধ ক'রো না ; হঠাৎ কি ব'লে ফেলেছি ; দেখ্‌লেতো—ধারাই আমায় রাগিয়ে দিলে !

রমাবতী। ধারা, দোহাই তোমার ; মিথ্যা বিবাদ বাধিও না।

ধারাবতী। (উচ্চহাস্যে) এ বিবাদ নয় রমা ; রহস্য !

তেজসিংহ। (অরুণকে একটু দূরে লইয়া গিয়া একখানি তরবারি তাহাকে উপহার দিয়া) খুব সাহসী তুমি অরুণ, এই তরবারি তোমারই যোগ্য ; তোমাকে উপহার দিচ্ছি, গ্রহণ কর। কিছু মনে ক'রো না ভাই।

অরুণ। আমিতো কিছু মনে করিনি। আপনি জানবেন আমা হ'তে এ অসির কখনও অপমান হবে না। আমার পিতা যেমন অন্যায় সমরে কখনও অস্ত্র ধারণ করেন নি, আমিও তেমনি কখনও অন্যায় সমরে এ অসি ব্যবহার ক'রব না।

ধারাবতী। তোমার পিতা কখনও অন্যায় যুদ্ধ করেন নি—এ কথা ব'লো না।

তেজসিংহ। ছিঃ ধারা!

ধারাবতী। আমার পিতৃহত্যাকারীকে কখনও ন্যায় যোদ্ধা বলতে পারি না : অরিসিংহের মৃত্যু চন্দাবতের অপকীর্ত্তি।

অরুণ। মিথ্যা কথা; আমার পিতার তুল্য ন্যায় যোদ্ধা নাই, একথা সকলেই জানে।

ধারাবতী। সকলে কি জানে জান অরুণ?

অরুণ। কি জানে?

ধারাবতী। আমার বীরাগ্রগণ্য পিতা অরিসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবার পূর্ব্বে চন্দাবত তিন দিন রমণীর বেশে এক ডাকিনীর কাছে অভিচার বিদ্যা শিক্ষা করেছিল, যে বিদ্যার প্রভাবে চন্দাবত অরিসিংহ-জয়ী!

অভ্যাগতেরা সকলেই একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; তেজসিংহ, বীরমল
এবং রমা তিনজনে সমস্বরে বলিলেন—

—ধারা!

অরুণ। (ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া) দ্বারকার সামন্তপ্রধানের বিরুদ্ধে এই ঘৃণিত কথা কেউ উচ্চারণ করবে না। তোমার ন্যায় সর্পীর জিহ্বাই

এইরূপ বিষ উদ্গীরণ করে ; এ অপবাদ তোমারই নীচ কল্পনা প্রসূত ; এ মিথ্যা কথা তোমার ন্যায় কলঙ্কিনীতেই কেবল সম্ভব!—তেজসিংহ, তোমার তরবারি ফিরিয়ে নাও ; যে গৃহে পিতৃনিন্দা হয়, সে নরকতুল্য স্থান হ'তে আমি কোন উপহার নিয়ে যেতে চাই না।

তেজসিংহ। অরুণ, অরুণ, আমার একটি কথা শোন ভাই।

অরুণ। না ; আমায় যেতে দাও। এ পাপস্থানে আমি এক মুহূর্ত্তও আর বিলম্ব ক'রব না। কিন্তু তোমরা শুনে রাখ, তুমি—আর ধারা, এই পৃথিবীতে তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা যে প্রিয় তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে আমারই পিতার অনুগ্রহের উপর। সে এখন আমার পিতার আয়ত্তে।

ধারাবতী। (শিহরিয়া) তোমার পিতার আয়ত্তে!

তেজসিংহ। (উচ্চকণ্ঠে) কি বলছ বালক ?

বীরমল। (ব্যস্তভাবে) কোথায় তোমার পিতা ?

অরুণ। (ঘৃণাব্যঞ্জক হাস্যে) দক্ষিণ সাগরে—সঙ্গে আমার ছয় ভাই!

তেজসিংহ। দক্ষিণ সাগরে!

ধারাবতী। (উত্তেজিতভাবে) তেজসিংহ, চন্দাবত, এতক্ষণ অমরকে হত্যা করেছে!

তেজসিংহ। হত্যা—অমরকে হত্যা! চন্দাবতের সর্ব্বনাশ হ'ক! অরুণ—অরুণ, এ কি সত্য ?

বীরমল। তেজসিংহ, আমার কথা শোন!

তেজসিংহ। বল, যদি জীবনে মমতা থাকে!

অরুণ। তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ নাকি ? অপেক্ষা কর, পিতা

আসুন—দেখবে, এ ঘৃণ্য আবাস কলঙ্কের কালিমায় ভূষিত হবে! কিন্তু তৎপূর্ব্বে ধারা,—আমি আজ স্বকর্ণে যা শুনেছি—তুমিও তা শুনে কর্ত্তব্য স্থির কর; আমি শুনেছি—আজ সূর্য্যাস্তের পরে—তেজসিংহ আর তার স্ত্রীর পুত্র ব'লে গর্ব্ব করবার কেউ থাকবে না।

প্রস্থান

তেজসিংহ। (দুঃখাত্মক গাঢ়স্বরে) হত্যা! হত্যা! আমার অমর নাই! তাকে হত্যা করেছে!

ধারাবতী। (উন্মত্তভাবে) আর—আর—তুমি ওকে ছেড়ে দিচ্ছ, অমরের হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে!

তেজসিংহ। (প্রায় স্বগতঃ) একখানা তরবারি, একটা কুঠার! আর তোমার রক্ষা নাই!

পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তির নিকট হইতে একখানি কুঠার কাড়িয়া লইয়া দ্রুত প্রস্থান

বীরমল। (অনুগমন করিতে করিতে) তেজসিংহ, নিবৃত্ত হও!

ধারাবতী। (বাধা দিয়া) কোথা যাও?

দ্বারের নিকটে ইতিমধ্যে অনেকেই পৌঁছিয়াছেন—
তাঁহাদের সকলেই বলিয়া উঠিলেন

কি করলে! কি করলে!

বীরমল ও রমাবতী। (একসঙ্গে) কি ও, কি ও?

জনৈক লোক। অরুণ হত!

বীরমল। আমায় যেতে দাও!

রমাবতী। ভাই—ভাই!

বীরমল নিজেকে মুক্ত করিয়া দ্বারের দিকে যেমন অগ্রসর হইলেন—অমনি সকলে
পথ ছাড়িয়া দিলেন ; তেজসিংহ ইতিমধ্যে প্রবেশ করিয়া হস্তস্থিত
রক্তাক্ত কুঠারখানি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন

তেজসিংহ। সব শেষ! অমরের হত্যার প্রতিশোধ পূর্ণ!

বীরমল। কি করলে তেজসিংহ? মূঢ়ের ন্যায় এ তুমি কি করলে?

তেজসিংহ। অমরের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছি; আমার অমর—আমার অমর!

ধারাবতী। প্রস্তুত হও স্বামি; অরুণের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য চন্দাবতের আত্মীয় বন্ধুরা কেউ নিশ্চিন্ত থাকবে না।

তেজসিংহ। (উদ্‌ভ্রান্তভাবে) চন্দাবত—চন্দাবত! প্রতিশোধ কি ঠিক নিয়েছি? ঠিক নিয়েছি? আমার অমর মরেছে—আমার এক চক্ষু—আমারতো আর নাই—কিন্তু চন্দাবতের অরুণ গেছে—এখনও তার ছয় পুত্র জীবিত; তবে—তবে—প্রতিশোধ কি ঠিক নিয়েছি?

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। দ্বারকার সামন্ত-প্রধান বীর চন্দাবত আসছেন।

তেজসিংহ। চন্দাবত!

ধারাবতী। অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও!

রমাবতী। বাবা!

বীরমল। (বিমূঢ়ের ন্যায়) চন্দাবত! হায়—হায়, তেজসিংহ!

তেজসিংহ। (তরবারি উঠাইয়া) তরবারি কোষমুক্ত কর। এখনও অমরের মৃত্যুর প্রতিশোধ হয়নি।

দুইহস্তে অমরকে উত্তোলন করিয়া—চন্দাবত প্রবেশ করিলেন

তেজসিংহ। (বিকট চীৎকারে) অমর!

চন্দাবত। এই দেখ তেজসিংহ, তোমার অমর।

সকলে। (বিস্ময়ে) অমর! অমর জীবিত!

তেজসিংহ। (হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল) ওহো—হো—আমি কি করেছি!

রমাবতী। ভাই—ভাই আমার!

বীরমল। আমিও ঠিক এই ভেবেছিলেম।

চন্দাবত। (অমরকে নামাইয়া দিয়া) এই নাও তেজসিংহ, তোমার অমরকে বুকে তুলে নাও। বাছাকে অক্ষত দেহে ফিরিয়ে এনেছি।

অমর। বাবা, বাবা, তুমি যে বলতে আমার দাদামশাই আমায় দেখতে পেলেই মারবে, কৈ দাদাতো আমায় কিছু বলেন নি।

চন্দাবত। (ধারার প্রতি) ধারা, তোমার বাপকে আমি ন্যায় যুদ্ধেই বধ করেছিলেম—তবু—তবু এ হৃদয়ে একটা ভার ছিল; যোগ্য বীর বটে! কিন্তু এতদিনে তার প্রায়শ্চিত্ত করলেম। এস মা, আর তোমার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নাই।

ধারাবতী। হবে!

তেজসিংহ। এ আমি কি স্বপ্ন দেখছি! কি বিভীষিকাময়' দৃশ্য! চন্দাবত—চন্দাবত, বীরকেশরী, তুমি—তুমি অমরকে এনেছ?

চন্দাবত। আনব না? মৃত্যুর গ্রাস থেকে ছিনিয়ে এনেছি। এই দেখ!

তেজসিংহ। দেখছি!

চন্দাবত। তবু তুমি আনন্দে উৎফুল্ল হ'চ্ছ না কেন বৎস?

তেজসিংহ। আর একটু আগে—আর একটু আগে যদি আনতে বৃদ্ধ!

চন্দাবত। আনব কি ক'রে? পাপিষ্ঠ মতিচাঁদ প্রায় কুড়িজন অস্ত্রধারী আরবী দস্যু নিয়ে অমরকে হত্যা করতে গিয়েছিল।

তেজসিংহ। মতিচাঁদ! (নিম্নস্বরে) ওঃ এখন বুঝতে পাচ্ছি—অরুণ এই কথাই তবে বলছিল।

চন্দাবত। মতিচাঁদের দুরভিসন্ধি ভগবানের কৃপায় আমি সময়ে জানতে পেরেছিলেম। তেজসিংহ, আমি শক্তাবত অরিসিংহকে দ্বৈরথযুদ্ধে বধ করেছি, যদি প্রয়োজন হ'ত হয়তো দ্বন্দ্বযুদ্ধে তোমাকেও বধ করতে পারতেম, কিন্তু তোমার পুত্র—তোমার পুত্র—সহস্র যোদ্ধা যদি তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়—তোমার সঙ্গে যতই শত্রুতা থাক্ না কেন, তবু আমি এই বুক দিয়ে তাকে রক্ষা না ক'রে থাকতে পারি না। তাই আমার ছয় পুত্র সঙ্গে মতিচাঁদের কবল থেকে অমরকে রক্ষা করতে ছুটেছিলেম।

বীরমল। (স্বগতঃ) আর এখানে কি সর্ব্বনাশই হ'য়ে গেল!

চন্দাবত। যখন দক্ষিণ সাগরে উপস্থিত হলেম,—দেখলেম—অমরের রক্ষীরা সকলেই মতিচাঁদের বন্দী; অমরকে কাটবার জন্য পাপিষ্ঠ অস্ত্র তুলেছে—আর আমি—আমি—তরবারির এমন ব্যবহার অনেক দিন করিনি; মতিচাঁদ আর দু'জন পালাল, বাকী ক'জন এমন স্থানে পালিয়েছে যেখান থেকে আর কখনও তারা ফিরে আসবে না; আর তোমার অমর আমার এই বক্ষে!

তেজসিংহ। (বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত) একা তুমি চন্দাবত, একা তুমি?

চন্দাবত। (গভীর দুঃখে) না, আমার ছয় পুত্র আমার সঙ্গে।

তেজসিংহ। (ব্যস্তভাবে) তারা সব কোথায়?

চন্দাবত। কেউ নাই!

তেজসিংহ। (ভয়বিহ্বল স্বরে) কেউ নাই! (কোমল ব্যথিত-স্বরে) অরুণ—অরুণ!

মর্ম্মান্তিক দুঃখে সকলে বিচলিত; ধারা হৃদয়দ্বন্দ্বে পীড়িত;
রমা নীরবে কাঁদিতেছে; বীরমল শোকাপহত,
তাহার পাশে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া

চন্দাবত। (ক্ষণেক পরে) দিব্য গাছ, সবুজ পাতায় বন আলো ক'রে আছে; একটা দম্‌কা ঝড়ে সব ডাল মুচড়ে ভেঙ্গে গেল—তবু গাছটা কেন দাঁড়িয়ে থাকে, কে জানে? যাক্‌,—এইতো নিয়ম; কেউ মরবে—কেউ বাঁচবে! তবে আক্ষেপ কেন? ওঃ কণ্ঠে মরুভূমির তৃষ্ণা! তেজসিংহ, একটু জল দাও—একটু জল; বুক শুকিয়ে গেছে! যাক্‌,—ছ'জন গেছে, তবু—তবু—অরুণতো আছে,—বৃদ্ধের শেষ আশা—শেষ সম্বল! (জল খাইয়া) আর এ-হাতে তরওয়াল ধরতে পারব না; হাত কাঁপবে; আর এখানে নয়, অরুণকে নিয়ে দ্বারকায় ফিরে যাই,—আমার জন্মভূমি!

অমরসিংহ। (তেজসিংহকে) বাবা, কোথায় অরুণ? তাকে দেখাওনা; দাদা বলেছে সে আমায় খেলনা দেবে।

চন্দাবত। ভগবান, তোমার অপার করুণা! ভাগ্যে অরুণকে

সঙ্গে নিইনি; সে যেতে চেয়েছিল, ওঃ ভাগ্যে সঙ্গে নিইনি; নইলে তাকেওতো রেখে আসতে হ'ত। বুড়ো হয়েছি, হাতের জোর কমে গেছে, নইলে ওহো—হো! অরুণ! অরুণ! আমায় ছেড়ে সে এক দণ্ডও থাকতে পারে না!

তেজসিংহ। চন্দাবত! চন্দাবত!

চন্দাবত। (ক্রমশঃ বিচঞ্চল হইয়া) একি, তোমরা সকলে নীরব কেন? এতক্ষণতো লক্ষ্য করিনি! কি হয়েছে? অরুণ কোথায়?

রমাবতী। (বীরমলের প্রতি জনান্তিকে) বাবা কেমন ক'রে এ শোক সহ্য করবেন!

তেজসিংহ। (আত্মদ্বন্দ্বে অধীর হইয়া) চন্দাবত! না—না—কিন্তু তবু গোপনেরতো কোন উপায়ই নাই!

চন্দাবত। (অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সহিত) অরুণ—আমার অরুণ কোথায়?

তেজসিংহ। হত।

চন্দাবত। হত!—অরুণ? অরুণ?—তুমি মিথ্যা বলছ তেজসিংহ!

তেজসিংহ। যদি আমার শেষ শোণিতবিন্দুর বিনিময়েও তাকে আবার ফিরে পেতেম!

ধারাবতী। তুমি কি করবে? অরুণেরিতো দোষ! (চন্দাবতের প্রতি) সেইতো ব'ল্লে তুমি অমরকে হত্যা করবার জন্য গেছ; তুমি শক্তাবৎ বংশের চিরশত্রু; বিশেষতঃ আজ সকালেইতো তুমি আমায় যা মুখে এসেছে তাই ব'লে গাল দিয়েছ; অরুণও কটু বলতে কিছু ত্রুটি করেনি—তাই আমার স্বামী পুত্রশোকে ক্রোধান্ধ হ'য়ে—

চন্দাবত। (ধীরভাবে) এই নারী! তোমায় চিনিয়ে দিতে হয় না।

বহুভাষিণী! চমৎকার—চমৎকার! থাক্—আর কৈফিয়তে কাজ নাই; অরুণ মরেছে—নিয়তির লেখা, বস্,—কারোর দোষ নয়!

অমরসিংহ। অরুণ মরেছে? তবে কে আমায় খেলনা দেবে?

চন্দাবত। ফুরিয়েছে—ফুরিয়েছে! ভাই, দু'জনেরই খেলা ফুরিয়ে গেল! (ধারার প্রতি) ধারা, তোমার বাপ মরবার সময় বলেছিল—শক্তাবৎ বংশের যে কেউ বেঁচে থাকবে—সেই তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে, ঠিক মিলেছে, এতদিন পরে ঠিক মিলেছে! (মুহূর্ত্তের জন্য নীরব থাকিয়া, তাহার পরে অন্যান্য লোকদিগের প্রতি) অস্ত্রের আঘাত তার কোথায় লেগেছিল?

জনৈক ব্যক্তি। কপালে ঠিক ভ্রূর উপরে।

চন্দাবত। (হৃষ্ট হইয়া) বাঃ বাঃ—এইতো চাই; ক্ষত্রিয় সন্তান—পৃষ্ঠে নয়—আর কোথাও নয়—ললাটে—ললাটে অস্ত্রের লেখা! কি ক'রে পড়েছিল, পার্শ্বে?—না তেজসিংহের পদতলে?

জনৈক ব্যক্তি। কতকটা পার্শ্বে, কিন্তু অর্দ্ধেক তেজসিংহের দিকে ফিরে।

চন্দাবত। প্রতিশোধ অর্দ্ধসমাধান তবে!—ভাল, দেখি!

তেজসিংহ। চন্দাবত! চন্দাবত!

চন্দাবত। (তীব্রস্বরে)
না, না,
বাক্য হ'ক নিরুদ্ধ জিহ্বায়;
কোথায় অরুণ দাও দেখাইয়া,
বহুক্ষণ বক্ষে তারে করিনি ধারণ!
কহ, কোথা দেহ তার?

তেজসিংহ অঙ্গুলিসঙ্কেতে নেপথ্যে অরুণের মৃতদেহ দেখাইয়া দিলেন; চন্দাবত কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পুনরায় ফিরিলেন এবং বীরমল, রমা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যাঁহারা তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছিলেন তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বজ্রনির্ঘোষে কহিলেন

নাহি প্রয়োজন,
রহ যে আছ যেথায়।
নহি পুত্রশোকাতুরা নারী—
বিনাইয়া কাঁদি নানা ছাঁদে—
পাছে এস অগণিত আত্মীয় আমার
সান্ত্বনার তরে!
যাও,—ফিরে যাও,
সাহায্যের নাহি প্রয়োজন;
দ্বন্দ্বে হত ক্ষত্রিয় সন্তান,
দেহ-ভার তার
বহিতে সক্ষম আমি!
হত সপ্ত পুত্র মোর,—
কক্ষচ্যুত সপ্ত দিক্‌পাল,
সপ্তসিন্ধু শুষ্ক আজি অগস্ত্য গণ্ডূষে,
সপ্ত অভিমন্যু মোর চিরনিদ্রাগত,
কিন্তু দ্বারকার স্বামী—জগতের নাথ!

সাক্ষী তুমি,
তবু ভবে কেহ নাহি কবে
শোকে ভগ্ন স্খলিত চরণ দেখিয়াছে
বৃদ্ধ চন্দাবতে কভু !

সগর্ব্বে ধীর পাদক্ষেপে চলিয়া গেলেন

ধারাবতী যাও বৃদ্ধ,
যথা অভিরুচি তব ;
আর নাহি গণি তোমা।
ভাবি মনে,
এই যাত্রা মহাযাত্রা হবে তব আজি !

বীরমল। ছি—ছি,
এ নহে উচিত কভু।

রমাবতী। লজ্জাহীনা, পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধে
কর উপহাস ?
ধর বটে ব্যাঘ্রীর হৃদয়,
যদিও তোমার নারীর আকার হেরি !

ধারাবতী। গত কার্য্যে শোক ক'রে মূর্খ যেই জন।
এতদিনে তৃপ্ত মম প্রতিহিংসা-তৃষা !
বেশ্যা বটে ?
বেশ্যা বটে আমি ?
ভাল, ভাল, কহ ব্যাঘ্রীর হৃদয় !
বল উচ্চকণ্ঠে যত পার ;

'তেজসিংহ-প্রণয়িনী আমি'
ব'লেছিল পিতা তব,
তপ্ত শল্য সম সেই বাণী
বিঁধেছিল ব্যাঘ্রীর হৃদয়ে,
কিন্তু
আর নাহি আক্ষেপ আমার ;
বিশল্য অন্তর,—
উপযুক্ত প্রতিফল করেছে প্রদান
স্বামী মোর বীর অবতার।
তেজসিংহ শ্রেষ্ঠ আজি
চন্দাবত হ'তে ;
শুধু চন্দাবত কেন ?
বীরমল্ল বীর খ্যাতি—
ম্লান প্রদীপের ভাতি,
দীপ্ত তেজ তেজসিংহ যশোরশ্মি পাশে !

রমাবতী (উত্তেজিত হইয়া)
মহা ভ্রমে নিপতিতা কুপিতা ফণিনী,
তাই কহ হেন মিথ্যা বাণী।
তেজসিংহ অতি ঘৃণ্য, হেয়, কাপুরুষ,
পত্নী তুমি তার ;
জেনো,—ক্ষত্রিয়সমাজে
অতি হীন স্তরে স্থান তোমা সবাকার।

বীরমল। রমা, রমা, কি ক'রছ ?

তেজসিংহ। কাপুরুষ আমি ?

ধারাবতী। (বিদ্রূপাত্মক হাস্যের সহিত) দেখছি তোমার মস্তিষ্কের বিকার হয়েছে !

রমাবতী। আর গোপন ক'রব না। ভ্রাতৃহত্যা দাঁড়িয়ে দেখেছি, কথা কইনি ; পিতাকে ব্যঙ্গ ক'রেছ, দাঁড়িয়ে শুনেছি, কথা কইনি ; পিতার উজ্জ্বল বংশ, একটা ক্ষত্রিয়াধম ঘাতকের জন্য উচ্ছেদ হ'য়েছে,—একজন নয়—দু'জন নয়, সাত পুত্র তাঁর আজ ধরণীশয্যায়, নিস্পন্দ হ'য়ে সে শোক সহ্য করেছি, কথা কইনি ; কিন্তু আর না ! শোন ধারা, যে স্বামীর বীরত্ব নিয়ে এত গর্ব্ব ক'চ্ছ, তোমার সেই স্বামী অতি হীন—অতি ঘৃণ্য, কাপুরুষ নয়, ক্লীব ! পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, অন্ধকার নিশায়, অনূঢ়া যুবতীর শয়নকক্ষে তোমার অপহরণকারী বীর আর তোমার মধ্যে যে তরবারির খরধার ব্যবধান ছিল, ঐ দেখ, সেই তরবারি আমার স্বামীর কটিবন্ধে ! আর যে সুবর্ণ কঙ্কণের রাখীবন্ধনে কেশরী-বিজয়ী উন্মত্ত গজরাজকে বাঁধতে গিয়েছিলে—চেয়ে দেখ, সেই কঙ্কণ এই আমার হাতে !

হস্ত হইতে কঙ্কণ খুলিয়া শূন্যে তুলিয়া ধরিলেন

ধারাবতী। (উন্মত্তার ন্যায়—উচ্চকণ্ঠে) বীরমল !

ব্যক্তিবর্গ। সেকি—সেকি ? সে অদ্ভুতকীর্ত্তি তবে বীরমলের ?

ধারাবতী। (উচ্ছ্বাসে কম্পান্বিত কলেবরে) বীরমল—বীরমল ! তেজসিংহ, একি সত্য ?

তেজসিংহ। (অসঙ্কোচে) সব সত্য ; কেবল আমি শঠ বা কাপুরুষ—এ কথা সত্য নয়।

বীরমল। (অত্যন্ত দুঃখের সহিত) না না, তা তুমি কখনও নও তেজসিংহ, কখনও তুমি তা ছিলে না। চল সকলে, আজ অতি দুর্দ্দিন, চল, আমরা এ স্থান ত্যাগ করি।

সকলের প্রস্থান

রমাবতী দ্বারের নিকট হইতে ফিরিয়া ধারাকে
লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ স্বরে

কহ, বীরত্ব-গৌরব সমধিক কা'র ?
মৌন কেন ?
তোমার—না স্বামীর আমার ?

প্রস্থান

ধারাবতী। কিসের জন্য বেঁচে থাকা ? কিসের জন্য ? (উন্মত্তবৎ ছুটিয়া গিয়া তেজসিংহের পরিত্যক্ত কুঠার কুড়াইয়া লইয়া) এই যে—এই যে, সদ্য রক্ত-সিক্ত কুঠার! কত ধার তোমার, কত ধার ? এই যে রাঙা হ'য়ে উঠেছে! লজ্জায়—অপমানে—ক্ষোভে—শোণিতাশ্রু ঢালছ! ঢাল, ঢাল,—তোমার অপূর্ণ ক্ষুধা আমিই মেটাব। কার বক্ষের শোণিত চাও ? আমার—না বীরমল্লের ? পৃথিবীর সমস্ত প্রলয়ঙ্করী শক্তি তোমাতে উদ্বোধিত হ'ক ; দেখি, তোমার সাহায্যে এ অপমানের শোধ নিতে পারি কি না!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তেজসিংহের বাটীর দালান

কাল—দিবা ; একটি সামান্য আসনে বসিয়া ধারা ধনুকের গুণ বিনাইতেছিলেন ;
সম্মুখে একটি ধনুক, ভল এবং কতকগুলি তীর

ধারাবতী। (গুণটি টানিয়া) খুব শক্ত, খুব শক্ত ; (তীরগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) তীর—তীক্ষ্ণধার, সুগঠিত ; (হতাশার সহিত হাত দু'খানি নিজের ক্রোড়ের উপর ফেলিয়া) কিন্তু সে বীরবাহু কৈ—যে এর সমুচিত ব্যবহার করবে ? (ক্রোধে) দারুণ অপমানের ভস্মস্তূপে আমায় বসিয়ে দিলে—এক মুহূর্ত্তে ! বাতাসে উড়ে সে ছাই এখন আমার সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলেছে ! বীরমল ! আমার কারোর উপর রাগ নাই,—কারোর দোষ নয়,—আমার সর্ব্বনাশের কারণ বীরমল ! আচ্ছা,—সে দিনেরও বড় বেশী বিলম্ব নাই—যে দিন আমিও এর শোধ নেব ; (চিন্তা) কিন্তু সে শক্তিধর কৈ যে—

পশ্চাৎ হইতে তেজসিংহ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন।
তিনি নির্ব্বাক্, গভীর চিন্তা মগ্ন

ধারাবতী। (দেখিয়া, অল্প পরে) কেমন আছ ?

তেজসিংহ। ভাল নয়। কালকার ঘটনা বুকে জাঁতার মত ব'সে আছে। কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছি না।

ধারাবতী। আমার মত কাজ কর, সব ভুলে যাবে।

তেজসিংহ। কাজই ক'রব। (তেজসিংহ নীরবে একবার গৃহে পরিক্রমণ করিলেন; ধারা কি করিতেছে, নিকটে ফিরিয়া বেশ করিয়া দেখিলেন—তাহার পর একটু পরে বলিলেন)—কি ক'রছ?

ধারাবতী। (না চাহিয়াই) একটা গুণ তৈয়ারি করছি।

তেজসিংহ। তোমার নিজের চুলে?

ধারাবতী। (ঈষৎ হাসিয়া) বড় দুর্দ্দিন! কাল তুমি আমার ধর্ম্মভাই অরুণকে মেরেছ—আর আজ আমি ধনুকের গুণ তৈয়ার করছি!

তেজসিংহ। ধারা! ধারা!

ধারাবতী। (তেজসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া) কি?

তেজসিংহ। কাল রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে?

ধারাবতী। রাত্রে!

তেজসিংহ। তুমিতো ঘুমোও নি। তোমার শোবার ঘরেতো ছিলে না।

ধারাবতা। তুমি দেখেছ?

তেজসিংহ। ঘুমুতে পারিনি। চোখ বুজি আর দেখি, অরুণ আমার মুখের পানে চেয়ে আছে! উঠলেম,—শুনলেম—এ বাড়ীর চারিদিকে কে যেন গুন্ গুন্ ক'রে গান গাইছে! এই ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি—তুমি কতকগুলো তীর নিয়ে তাতে শান্ দিচ্ছ—আর কি অর্থহীন অথচ মধুর অস্ফুট সঙ্গীতধ্বনি তোমার কণ্ঠে! মনে হ'ল যেন কি এক যাদুমন্ত্রে চারিদিক আচ্ছন্ন; তোমার সামনে আলো জ্বলছে; শিখা তার কখনও লাল, কখনও নীল!

ধারাবতী। সম্মুখে কঠিন কাজ—ততোধিক কঠিন তার হৃদয়!—তাই প্রস্তুত হ'চ্ছিলেম।

তেজসিংহ। বুঝেছি ধারা, তুমি বীরমলের মৃত্যু চাও?

ধারাবতী। হুঁ—যদি হয়!

তেজসিংহ। তা কখনও হবে না ধারা; আমি জীবিত থাকতে তার একটি কেশেরও অনিষ্ট হবে না; তুমি যতই বল না কেন—সে আমার বন্ধু!

ধারাবতী। (হাসিয়া) বটে?

তেজসিংহ। নিশ্চয়-ই!

ধারাবতী। (ধনুকের গুণটি তেজসিংহের হাতে দিয়া) দেখ দেখি,—এ বিনুনি খুলতে পার?

তেজসিংহ। (ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া) না; খুব কৌশলে বোনা—খুব শক্ত।

ধারাবতী। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) নিয়তির রচিত জাল আরও দৃঢ়—আরও জটিল! সে বন্ধন খোলাও তোমার সাধ্যায়ত্ত নয়!

তেজসিংহ। ভাগ্যের নিয়ন্ত্রিত পথ চিরদিনইতো মানুষের অজ্ঞাত। কি হবে—তুমিও জান না—আমিও জানি না।

ধারাবতী। আমি কিন্তু এটা জানি—বীরমল যদি বেঁচে থাকে আমাদের সর্ব্বনাশ অবধারিত।

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন; তেজসিংহ গভীর
চিন্তান্বিত; ধারা বেশ করিয়া তাঁহাকে
নিরীক্ষণ করিতেছেন

ধারাবতী। কি ভাবছ ?

তেজসিংহ। ভাবছি—সে দিন একটা স্বপ্ন দেখেছিলেম। দেখেছিলেম, তুমি এখন যা বলছ তাই যেন করেছি; বীরমলের মৃতদেহ প'ড়ে, পাশে দাঁড়িয়ে তুমি,—কিন্তু তোমার মুখ—মৃত্যুর মত ম্লান; আমি তোমায় জিজ্ঞাসা কল্লেম,—'কেমন ? এইতো চেয়েছিলে—তবে প্রফুল্ল নও কেন ?' তুমি উন্মাদিনীর মত হো হো ক'রে হেসে আমায় ব'ল্লে,—'প্রফুল্ল হতেম – যদি বীরমলের পাশে তোমার মৃতদেহ ঐখানে প'ড়ে থাকত !'

ধারাবতী। (কঠোর হাস্যে) তুমি এখনও আমায় চেন নি !

তেজসিংহ। ধারা, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি; এখানে কি তুমি সত্যই সুখী ?

ধারাবতী। সুখ ? এ ইটের কারাগারে সুখ কোথায় তেজসিংহ !

তেজসিংহ। সময়ে সময়ে আমারও তাই মনে হয়; মনে হয়—বুঝি একা হ'লেই মঙ্গল হ'ত !

ধারাবতী। হয়তো উভয়ের পক্ষেই !

তেজসিংহ। ভাবছি, এ দেশ ত্যাগ ক'রব। এখানে তৃপ্তি কোথায় ? দূরে, কত দূর দেশান্তরে—রাজপুত আমি—এমন বীরোচিত কাজ ক'রব, যাতে আমার নামের মর্য্যাদা, বংশের মর্য্যাদা, জাতির মর্য্যাদা—যা হারিয়েছি তা আবার ফিরে পাই; সমুজ্জ্বল হ'য়ে আবার তা ফুটে উঠে; তখন পারিনি,—তখন মর্য্যাদা অপেক্ষা আমার প্রিয় ছিলে তুমি; তোমার প্রতি ভালবাসাই আমার কাল হ'য়েছিল !

ধারাবতী। যা হারিয়েছ তা যদি ফিরে পাও, সেতো দু'জনেরই গৌরব।

তেজসিংহ। যে দিন দ্বারকা থেকে তোমায় নিয়ে আসি, সেই দিন থেকে কেন জানিনা, প্রতিদিনই আমার মনে হ'য়েছে, এ মিলনে তুমিও সুখী নও, আমিও সুখী নই। তারপর, রাজপুত রমণীর তেজস্বিতা, রাজপুত রমণীর বীরত্বের অভিমান, রাজপুত রমণীর গর্ব্ব অহঙ্কার, তোমাতে যতই দেখেছি, ততই আমার মনে হ'য়েছে, তুমি বীরমলেরই উপযুক্ত, আমার নও। আমি শান্তিপ্রিয়, অল্পে তুষ্ট ; দুর্দ্দমনীয় উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় তোমার হৃদয় সদাই দীপ্ত ; বীরমলের তেজগর্ব্ব-প্রসারিত বক্ষই তার উপযুক্ত আশ্রয়স্থল,—আমার নয়। কিন্তু নিয়তিব এ কি দুঃসাধ্য রহস্য—এ কি তার ভীষণ নির্দ্দেশ,—নইলে বীরমলইতো তোমার উপযুক্ত স্বামী !

ধারাবতী। (উচ্চকণ্ঠে) বীরমল ?

তেজসিংহ। হ্যাঁ, বীরমল। তুমি যদি তাকে ঘৃণার চক্ষে না দেখতে তা হ'লে আমি যা বলছি, তোমারও তাই মনে হ'ত। আমি যদি বীরমলের মত হ'তেম—বোধ হয় তোমায় সুখী করতে পারতেম।

ধারাবতী। (গাঢ় কিন্তু চাপা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) তোমার কি মনে হয় যে, যে—তা হ'লে আমি সুখী হ'তেম ?

তেজসিংহ। সে দৃঢ়চেতা, তোমারই মত গর্ব্বিত !

ধারাবতী। (উদ্বেলিত হইয়া) তাই যদি হ'ত—(সংযত হইয়া, আত্মসম্বরণ করিয়া) না—না—(উচ্ছ্বসিত চীৎকারে) তেজসিংহ, বীরমলকে হত্যা কর।

তেজসিংহ। (আশ্চর্য্য হইয়া) একি অসম্ভব কথা !

ধারাবতী। তোমার সমস্ত হীনতা আমি ভুলে যাব ; তুমি আমার সঙ্গে যে প্রতারণা করেছ, তা ভুলব ; পাঁচ বৎসর যে দুঃখের পর্ব্বতভার

নিয়ে এখানে বাস করেছি, সে দুঃখ নিমিষে ভুলে যাব ; তুমি বীরমলকে হত্যা কর, তার উত্তপ্ত শোণিতে আমার পূর্ব্বজীবন ডুবিয়ে দাও।

তেজসিংহ। কখনও না! একটি কাঁটার আঘাতও আমি বীরমলকে কখনও দিতে পা'রব না। (পশ্চাৎ দিকে সরিয়া) ধারা, ধারা, তুমি আর আমায় উত্তেজিত ক'র না।

ধারাবতী। শোধ নিতেই হবে—আমাকে শোধ নিতেই হবে! (ক্রোধে—অভিমানে—কম্পান্বিত কলেবরে—মুষ্টিবদ্ধ করিয়া) কলঙ্কের কি তীব্র জ্বালা, তুমি পুরুষ—তা বুঝবে না। সে হয়তো রমাকে এখন এই কথাই বলছে! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—তার স্ত্রীর চোখে বিদ্রূপের হাসি! অন্ধকার গৃহে—আমার বাহুপাশে দাঁড়িয়ে বীরমল—আর তার পরমুহূর্ত্তেই দেখলেম তুমি আমার স্বামী! রমা হাসছে—বীরমল হাসছে!

তেজসিংহ। এ কথা নিয়ে কখনও সে বিদ্রূপ ক'রবে না, এত হীন সে নয়।

ধারাবতী। (দৃঢ়স্বরে) বীরমল মরবে—রমা মরবে! হাঁ, আমি দু'জনেরই মৃত্যু চাই। তোমাকে এ কাজ করতেই হবে। যদি পার—যদি পার!

তেজসিংহ। ধারা—ধারা! এ কি অনল দীপ্তি তোমার চক্ষে! এ কি উত্তেজনা তোমার স্বরে! ধারা—ধারা!

ধারাবতী। (উৎসাহ-ব্যঞ্জক স্বরে)

লহ ধনু,
দেখ, কাটি' বেণী বিনায়েছি গুণ ;
ধর দৃঢ়করে সুতীক্ষ্ণ শায়ক এই,
ফলকে যাহার ঝলকে প্রদীপ্ত রবি ;

ভল্ল মুখে হের দুরন্ত শমন—
খণ্ড খণ্ড করি' হৃদপিণ্ড তার
দেহ উপহার মোরে।
কহ, কি হেতু চিন্তিত ?
বন্ধুত্ব সৌহার্দ্দ্য দয়া মায়া প্রেম
বল, কোথা তার স্থান—
ক্ষত্রিয় মর্য্যাদা বীর আহত যখন !
ওঠ—জাগ রাজপুত,—
রাখিতে সম্মান
যেই ক্ষত্র অনায়াসে দেয় পুত্রে বলিদান,
ভাব মনে সেই বংশে জনম তোমার ;
তুমি সেই রাজপুত,
বীরত্ব বৈভব যার
ধরা বক্ষে
হিমাদ্রি সমান চির গর্ব্বোন্নত !
মুণ্ড তব কর্দ্দমে লুটিবে,—
জগৎ হাসিবে,—ঘৃণা ভরে
বালকে কহিবে কাপুরুষ,
অবহেলে শুনিবে সে উপেক্ষার বাণী ?

তেজসিংহ। কহ,
কিবা বিষে আচ্ছন্ন করিছ মোরে ?

ধারাবতী। প্রতিহিংসা জ্বালা মোর কর নির্ব্বাপিত,
বধ বীরমলে—বধ পত্নীরে তাহার।

রমার প্রবেশ

তেজসিংহ। এ কি! রমা?

রমাবতী। আমার স্বামী পাঠিয়ে দিলেন? মতিচাঁদ কাল আমার পিতার হস্তে পরাস্ত হয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য আজ একদল আরব জলদস্যুর সাহায্যে বন্দর আক্রমণ করেছে। আমার স্বামীর অধীনে অল্প সৈন্য। তারই সাহায্যে তিনি শত্রুদের বাধা দিচ্ছেন।

তেজসিংহ। বীরমল?

রমাবতী। হাঁ, তিনি তোমাকে সত্বর প্রস্তুত হ'তে বল্লেন; বল্লেন—সৈন্যদের সংবাদ দাও—সকলে প্রস্তুত হ'ক; মতিচাঁদ সুযোগ পেলেই নগর লুণ্ঠন করবে।

তেজসিংহ। আমি যাই; আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রব না; সৈন্যদের—আর নগর-বাসীদের সংবাদ দিই। চন্দাবত কি কচ্ছেন?

রমাবতী। বোধ হয় এতক্ষণে সৎকার শেষ হ'ল।

তেজসিংহের প্রস্থান

ধারা,—বোন!

ধারাবতী। কি?

রমাবতী। ধারা, আমি তোমাকেও খুঁজছিলাম।

ধারাবতী। আমাকে? কেন?

রমাবতী। তোমার কাছে মাপ চাইতে। অশুভ মুহূর্ত্তে আমি কাল তোমায় যে অপ্রিয় কথা বলেছি, তুমি তা ভুলে যাও বোন। আমার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু হঠাৎ আত্মহারা হ'য়ে পড়েছিলেম। বিশ্বাস কর বোন, সত্যই আমি তোমার অপেক্ষা কম মর্ম্মাহত নই।

ধারাবতী। মর্ম্মাহত ?

রমাবতী। হাঁ ;—আমারিতো দোষ! আমিই জোর ক'রে এসেছিলেম, আমার স্বামীর ইচ্ছা ছিল না। আমিই অরুণের মৃত্যুর কারণ ; আমা হ'তেই বিবাদ ; আমা হ'তেই পিতার সর্ব্বনাশ! বোন, আর দেখা হবে কিনা জানি না, আমার শেষ মিনতি—আমার কালকার আচরণ ভুলে যাও : আমায় ক্ষমা কর। আসি দিদি!

রমার প্রস্থান

ধারাবতী। এল, চ'লে গেল! লজ্জায় সঙ্কুচিতা নয়—অপমানে মলিন নয়—দুশ্চিন্তায় কাতর নয়! এই ভীরু, অপদার্থ—বীরমলের স্ত্রী! আর আমি? সত্যই কি এরা সুখী? যদি হয়, তো আমি সুখী হলেম না কেন? এর জন্য কে দায়ী? অদৃষ্ট? পুরাণো কথা—অতি পুরাণো! এ অদৃষ্টের গতি কি রোধ করা যেত না? হীন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল কে? অদৃষ্ট—না মানুষ? মানুষ যদি সাহায্য না করে, অদৃষ্টের কোন ক্ষমতা নাই যে তার নির্ম্মম পেষণে কাউকে শাস্তি দেয়। আমার সর্ব্বনাশ করেছে বীরমল, আমিও তার সর্ব্বনাশ ক'রব, —যদি পারি।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। বীরমল এসেছেন।

ধারাবতী। আমার স্বামীর কাছে নিয়ে যাও।

ভৃত্য। তিনি দুর্গে গেছেন।

ধারাবতী। হাঁ—হাঁ ; আমি জানি, তুমি যাও।

ভৃত্যের প্রস্থান

—রমা আমার লক্ষ্য নয়—সে অতি ক্ষুদ্র—অতি তুচ্ছ! ওঃ কি করব বুঝতে পাচ্ছি না; মৃত্যু কষ্টকর, কিন্তু জীবনে এমন সময়ও আসে, যখন বেঁচে থাকা ততোধিক যন্ত্রণা।

বীরমলের প্রবেশ

আমার স্বামীকে খুঁজছ? অপেক্ষা কর এখনি তাঁর দেখা পাবে। তিনি এখনি ফিরে আসবেন।

চলিয়া যাইবার জন্য ফিরিলেন

বীরমল। যেও না—দাঁড়াও। তোমায়ও আমার প্রয়োজন আছে।

ধারাবতী। আমাকে?

বীরমল। তুমি একা আছ, ভালই হ'য়েছে।

ধারাবতী। এক ঘর লোক থাকলেও তোমার অপমান থেকে কেউ আমায় রক্ষা করতে পা'রত না!

বীরমল। তুমি আমাকে বরাবরই এমনি হীন ভাব'—তা আমি জানি।

ধারাবতী। (তীব্র শ্লেষের সহিত) হয়তো অন্যায় করি, কেমন? তুমি পুরুষ, তুমি মহৎ! তোমার হীন কৌশল হ'তে পারে খুব শ্লাঘার বিষয়! আমার জীবন কলঙ্কিত হ'ক—বিষময় হ'ক—তোমার ক্ষতি কি? অন্ধকার কক্ষে আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রে—তেজসিংহের স্কন্ধে একটা বোঝা চাপিয়ে, যাকে ভালবাস তাকে বিবাহ ক'রে তুমিতো খুব সুখভোগ ক'রছ! বেশ! আর কি?

বীরমল। সকল কাজ কিছু মানুষের ইচ্ছাধীন নয়! মানুষ ভাগ্য-চালিত! তুমি আমিতো ভাগ্যেরই অধীন।

ধারাবতী। যারা দুর্ব্বল, নিষ্ঠুর ভাগ্য তাদেরই শাসন করে। ভাগ্য সেখানে পদানত, যেখানে বলবান্ কার্য্যকারণের কর্ত্তা! একবার দেখতে ইচ্ছা হয় এই ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, কে জেতে? ভাগ্য, না আমি! যাক্, সে কথায় আর কাজ নাই, এখন হাতে আমার অনেক কাজ। (উপবেশন করিলেন)

বীরমল। (অল্পক্ষণ পরে) এই গুণ, এই ধনু—এ সব কি তেজ-সিংহের জন্য?

ধারাবতী। না, তেজসিংহের জন্য নয়; তোমার জন্য।

বীরমল। একই কথা।

ধারাবতী। হ'তে পারে! যদি ভাগ্যকে জয় ক'রে তার আসনে একবার ব'সতে পারি—তাহ'লে তুমি আর তেজসিংহ—দু'জনকেই—আজ হ'ক—আর দু'দিন পরেই হ'ক—দু'জনকেই এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিই! কেন? কিসের জন্য? এ জীবনের মূল্য কি?

বীরমল। (নিকটে অগ্রসর হইয়া) শোন ধারা!

ধারাবতী। আমার কাছে এস না; কি ব'লবে—ঐখান থেকেই বল।

বীরমল। ব'লব; হয়তো এই শেষ দেখা; তোমায় না ব'লে যেতে পারছিনি। ব'লব; আমার অন্তরে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা! এতদিন প্রকাশ করিনি; আজ না ব'লে থাকতে পাল্লেম না; তুমি শোন—আমায় চেন—তারপর আমার দোষ দিও।

ধারাবতী। কি বলতে চাও?

বীরমল। একটা গল্প।

ধারাবতী। দুঃখের?

বীরমল। হাঁ, এই জীবনের মত।

ধারাবতী। (তীব্রভাবে) দুঃখের আস্বাদ তুমি কি জান বীরমল ?

বীরমল। আগে শোন ; তারপর ব'লো।

ধারাবতী। বল।

বীরমল। দুই বন্ধু। দুই-ই রাজপুত, দুই-ই অস্ত্রধারী বীর, দু'জনেরই তখন প্রথম যৌবন! এক মন, এক প্রাণ ; কত দেশ দু'জনে এক সঙ্গে বেড়ায়, কত যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু পাশে রেখে দু'জনে ফেরে ; একবার মহারাণার কোন কার্য্যে দু'জনেই দ্বারকার সামন্ত-প্রধানের অতিথি হ'ল।

ধারাবতী। তাদের নাম বীরমল আর তেজসিংহ, কেমন ?

বীরমল। ধর, ঐ নাম! দ্বারকার প্রধান সমাদরে তাদের গৃহে স্থান দিলেন। বৃদ্ধের দুই কন্যা—পূর্ণ যুবতী ; একজন ঔরসজাতা, আর একজন পালিতা। অতিথি-সৎকারে দুই কন্যাই নিয়োজিতা। দু'জনেই অপূর্ব্ব সুন্দরী! কিন্তু তবু দুই বন্ধুই ব'ল্লে—বৃদ্ধের পালিতা কন্যাই রূপ-গৌরবে দু'জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; এমন সুন্দরী দু'জনেই আর কখনও কোন দেশে দেখেনি!

ধারাবতী। (উৎকণ্ঠিত হইয়া) দু'জনেই ? তুমি এখনও আমায় বিদ্রূপ ক'রছ ?

বীরমল। দুই বন্ধুই এই যুবতীর কথা দিনরাত ভাবে ; দু'জনেরই মনে এক ধ্যান—এক চিন্তা! কিন্তু কেউ কাউকে মনোভাব বলে না। বীরমল কিন্তু লক্ষ্য করে—যুবতী যেন কথায় কটাক্ষে রহস্যে রঙ্গে তেজসিংহেরই পক্ষপাতিনী, বীরমলের নয়।

ধারাবতী। (ব্যস্ততার সহিত) তারপর—তারপর ?

বীরমল। এই উপেক্ষাই বীরমলের কাল হ'ল! এই যুবতীর ধ্যান ভিন্ন তার আর অন্য চিন্তা রইল না। কিন্তু সে মুখ ফুটে আকারে

ইঙ্গিতে কখনও এ কথা প্রকাশ করলে না। তারপর—ফাগুয়া উৎসব; সে কি উন্মত্ততা! কত গল্প, কত হাস্য, কত কৌতুক,—ভবিষ্যের কত মধুর উজ্জ্বল কল্পনা! বীরবালা ব'ল্লে—'সেই পুরুষসিংহই আমার স্বামী, যে বীরত্ব-গৌরবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; যে একাকী সিংহ বধ ক'রে আমার কক্ষে উপস্থিত হ'তে পারবে।' হৃদয় আনন্দে নেচে উঠল! কিন্তু তেজসিংহ উৎসবান্তে—নিভৃতে ডেকে তাকে ব'ল্লে—সে ধারাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। বীরমল বলতে পারলে না! নিয়তি নির্ম্মম হস্তে তার মুখ চেপে ধরলে! নিয়তিরই জয় হ'ল—বীরমল আজ কোথায়?

ধারাবতী। (উত্তেজিত ভাবে) বীরমল, বীরমল! (সংযত হইয়া) এ গল্প কি সত্য?

বীরমল। সত্য। দু'জনের একজনকে সহ্য করতেই হ'ত! কে সইবে? তেজসিংহ? তাকে বন্ধু ব'লে কতবার এ বুকে আলিঙ্গন করেছি; কাজেই আমিই সইলেম! তাই আজ তুমি তেজসিংহের পত্নী, আর আমি রমার স্বামী!

ধারাবতী। এখনতো সেই রমাকেই ভালবাস?

বীরমল। আদর করি; যত্ন করি। এ জীবনে একজনকে ভালবেসেছিলেম; একজনকে,—আর কাউকে নয়; একজনকে,—যে প্রথম থেকেই আমায় দেখে মুখ ফিরিয়েছে—তাকে! আমার গল্প শেষ হ'য়েছে; আমি তেজসিংহের পত্নী; এই দেখাই তোমার সঙ্গে শেষ দেখা।

ধারাবতী। যেও না; দাঁড়াও। (অত্যন্ত যন্ত্রণার সহিত) কি করেছ বীরমল, কি করেছ?

বীরমল। কেন? তুমি এমন কাতর হ'চ্ছ কেন?

ধারাবতী। এতদিন পরে—বীরমল,—না,—না, বল, তুমি যা ব'ল্লে সবই মিথ্যা!

বীরমল। তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা। আমি মিথ্যা বলিনি ধারা; আমার কথার প্রত্যেক অক্ষর সত্য! আমি জানি, তুমি বরাবরই আমায় ঘৃণা কর; এখন তুমিই বুঝে দেখ, আমার কি দোষ?

ধারাবতী। (করতলের উপর করতল বিন্যস্ত করিয়া, মুগ্ধবিস্ময়ে বীরমলের দিকে চাহিয়া) আমায় ভালবাসতে—তুমি—তুমি? (মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় নিকটে গিয়া) না, কখনও না; তুমি মিথ্যাবাদী! (বীরমলের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় উচ্ছ্বসিত উচ্চকণ্ঠে) —না—না—এতো মিথ্যা নয়! (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া একটু পশ্চাতে সরিয়া গিয়া)—কি সর্ব্বনাশই করেছ? বীরমল, আমার কি সর্ব্বনাশই করেছ?

বীরমল। ধারা!

ধারাবতী। (প্রশান্তভাবে, হাসি ও অশ্রুর দ্বন্দ্বমধ্যে) আমায় মাপ কর; তোমায় যা বলেছি ভুলে যাও;—(নিকটে সরিয়া গিয়া) বীরমল, তোমার গল্প এখনও শেষ হয়নি; যে গর্ব্বিতা কুমারীর কথা তুমি ব'ল্লে—সেও তোমাকেই ভালবাসত!

বীরমল। (সবিস্ময়ে) তুমি!

ধারাবতী। (গাঢ়স্বরে) হাঁ বীরমল, আমি তোমাকেই ভালবাসতেম! এখন তা বুঝতে পাচ্ছি। তুমি ব'ল্লে, আমি তোমায় উপেক্ষা করতেম—তোমায় দেখে মুখ ফেরাতেম; তা না ক'রে রমণী কি ক'রবে? আমি যদি জানাতেম—আমি তোমায় ভালবাসি—তুমিতো তেমন ক'রে আমার

কথা আর ভাবতে না। তাই—তাই আমি বাইরে দেখাতেম—যেন তোমায় চাই না,—কিন্তু অন্তরে আমার সর্ব্বময় ছিলে তুমি!

বীরমল। (বিচলিত হইয়া) অদৃষ্টের রচিত জাল এমনি জটিল!

ধারাবতী। কিন্তু এর জন্য তুমিই দায়ী! তোমাকে লক্ষ্য ক'রেই আমি সিংহবধের কথা বলেছিলেম। আমি জানতেম তুমিই তা পারবে! ওঃ—কি হীন কৌশলে বীরমল, তুমি আমার এই সর্ব্বনাশ করলে?

বীরমল। বন্ধু-প্রীতি বিসর্জ্জন দিতে পারিনি; কি ক'রব? আমি তেজসিংহকে জানতেম; সে বড় দুর্ব্বলচিত্ত, তোমায় না পেলে সে হয়তো বাঁচত না,—তাই আমি—

ধারাবতী। হেলায়—খেলায়—আমায় এই হীনতার পঙ্কে ফেলে দিলে! তোমরা পুরুষ, তোমরা কি ভাব আমরা এত হেয়, এত তুচ্ছ? তোমরা কি ভাব, রমণী একটা কুকুর, একটা বিড়াল? না নারী একটা মাটীর পুতুল? তার প্রাণ নাই, হৃদয় নাই, স্নেহ মমতা নাই, সুখদুঃখ নাই, ধর্ম্ম নাই? তোমাদের যেখানে ইচ্ছা হবে সেইখানে তাকে বসিয়ে রাখবে, যা ইচ্ছা হবে তাকে নিয়ে তাই ক'রবে? কেন—কেন তুমি আমার এই সর্ব্বনাশ ক'রলে?

বীরমল। আমারও কি করিনি!

ধারাবতী। কি ক'রেছ? কি ক'রেছ? পাঁচ বৎসর—তুষের আগুনে পুড়ছি,—পাঁচ বৎসর—প্রতিদিন—প্রতি মুহূর্ত্ত! কিন্তু তবু একটা স্থির ছিল—ক্ষত্রিয় রমণীর প্রতিজ্ঞা! প্রতিজ্ঞা করেছিলেম—যে সিংহবধ করবে—ভালবাসি আর নাই বাসি—এ জীবনে তাকেই স্বামী ব'লে গ্রহণ ক'রব, সে যেই হ'ক! সেই কথাই এতদিন রাখছিলেম;

কিন্তু আজ—আজ—প্রতিজ্ঞা গেল—ধর্ম্ম গেল—আমার সব গেল; এখন আমি কি? আমি কি?

বীরমল। কেন, তেজসিংহের সহধর্ম্মিণী।

ধারাবতী। সহধর্ম্মিণী নই, চন্দাবত যা বলেছে তাই; সত্যই তার প্রণয়িনী! এ পাঁচ বৎসর এই রক্তমাংসের আবরণ তাকে দিয়েছি, কিন্তু এর অভ্যন্তরে যে প্রাণ তা তাকে দিই নি, দিতে পারিনি। কেন পারিনি—আজ তা বুঝতে পারছি! বুঝতে পারছি, আমার মনে মনে আত্মদান বিফল হয়নি,—তাই পারি নি; বুঝ্‌তে পারছি, আমার প্রথম দৃষ্টি যাকে স্বামী ব'লে গ্রহণ ক'রেছিল, সেই স্বামীই আমার পণরক্ষা ক'রেছে,—তাই পারিনি; বুঝতে পারছি, যে রমণী-হৃদয়-বিজয়ী স্পর্শ আমার অঙ্গে প্রথম উল্লাসের তরঙ্গ তুলে আমায় আত্মহারা করেছিল,—সে স্পর্শ তেজসিংহের নয়—তোমার—তাই পারিনি! বীরমল! মনে জ্ঞানে, ধর্ম্ম সাক্ষী, তুমিই আমার স্বামী—তেজসিংহ নয়; আমি কেবল তার উপপত্নী!

তেজসিংহের প্রবেশ

তেজসিংহ। ধারা, যে বীজ পুঁতেছ—তার অঙ্কুর দেখা দিয়েছে! বিপদ গুরুতর। এই যে বীরমল; তুমি না মতিচাঁদের গতিরোধ করছিলে?

বীরমল। হাঁ—সামান্য বাধা পেয়েই সে পালিয়েছে।

তেজসিংহ। পালায়নি; নগরে শুনলেম—তার উদ্দেশ্য অন্যরূপ; সে আরব জলদস্যুর দলপতির সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে, কাল তাদেরই সাহায্যে সে নগর আক্রমণ করবে; আজ সংখ্যায় কম ছিল ব'লে

বেশী দূর অগ্রসর হয় নি। নগরবাসীও অনেকেই তার পক্ষে। অনেকের মত, আমাকে পরাস্ত ক'রে তারা মতিচাঁদকে গুর্জ্জরের সর্দ্দার করবে।

বীরমল। তুমি নগর রক্ষার ব্যবস্থা কর।

তেজসিংহ। কাকে নিয়ে? আমি সৈন্য পাব কোথায়?

বীরমল। কেন; তোমার অধীনস্থ রাজপুত?

তেজসিংহ। তারা যা বলেছে,—কি বলেছে জান? তারা বলেছে, আমরাই মতিচাঁদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিছি; সুতরাং তারা মতিচাঁদের পক্ষে। আর—আর কাল রাত্রির কথা সমস্ত নগরে প্রচার হ'য়েছে, সকলেই বলছে—আমার ন্যায় প্রতারক কাপুরুষের অধীনে অস্ত্রধারণ করা তাদের পক্ষে হীনতা।

বীরমল। (একটু চিন্তা করিয়া) কিন্তু কাল তারা আর এটা হীনতা মনে করবে না। কাল তারা সগর্ব্বে তোমার পতাকার নীচেয় এসে দাঁড়াবে।

তেজসিংহ। বীরমল!

ধারাবতী। (উৎফুল্ল হইয়া—স্বগতঃ) আমিও ঠিক এই মনে করেছিলেম।

বীরমল। তোমার সঙ্গে আমি মিত্রতার সকল বন্ধন ছিন্ন করতেই এসেছিলেম তেজসিংহ; আমি তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি; তুমি নগরবাসী আর সৈন্যদের বলগে, যার জন্য আজ তোমার এই হীনতার অপবাদ, সেই বীরমল তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী। জীবন মরণ পণ! বোধ হয় বীরমলকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানকারী বীরের অধীনে যুদ্ধ করতে তারা কেউ অপমান মনে করবে না।

তেজসিংহ। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ? না বীরমল, তুমি এ কি রহস্য করছ?

বীরমল। রহস্য নয়; কাল জীবন মরণ সমস্যার সমাধান হবে। হয় তোমার না হয় আমার—একজনের মৃত্যু অবধারিত। প্রস্তুত হও তেজসিংহ! কাল প্রাতে—সমুদ্রতীরে!

ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন

তেজসিংহ। (স্বগতঃ) বুঝতে পেরেছি ভাই, হঠাৎ তোমার এমন বিকার কেন? ধারা নিশ্চয়ই তোমায় অপমানিত করেছে।

প্রস্থান

ধারাবতী। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া—পরে) দ্বন্দ্বযুদ্ধ! একজনের মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু কে মরবে? (একটু পরে দৃঢ়স্বরে) যেই মরুক, বীরমল, তুমিই আমার স্বামী!

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমুদ্রতীর

কাল—সন্ধ্যা ; মেঘাবৃত আকাশে বিচ্ছিন্ন চাঁদের আলো মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে। একটু একটু ঝড় উঠিতেছে ; দূরে দক্ষিণ দিকে শ্মশান ; বামদিকে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী পাহাড় ; তাহারই সংলগ্ন একটি অনুচ্চ প্রস্তর খণ্ডের উপর চন্দাবত কুম্ভসিংহ বসিয়া ; তাহার মস্তকে উষ্ণীষ নাই ; দুই হাতে মুখ ঢাকা : কনুই দুই জানুর উপর ন্যস্ত। দৃশ্য পরিবর্ত্তনের কিছুক্ষণ পরে বীরমল ও রমা বামদিকে দূরে দৃষ্ট মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরস্থ ক্ষীণ আলোক-রশ্মি দেখা যাইতেছিল। চারণীগণ গাহিতেছিলেন

চারণীগণ

গীত

যাও বীরলোকে বীর সাজে।
বিজয় শঙ্খ ডাকিছে ঐ,—ঘন দুন্দুভি বাজে ॥
শ্মশান অনলে পুড়িল কায়া,—
তপন কিরণ নাশিল ছায়া,
পবন গাহিছে অমর-কীর্ত্তি
বিশ্ব-ভবন মাঝে ॥

অরাতি শোণিতে করেছ তর্পণ,
পরহিতে প্রাণ করিয়া অর্পণ,
ধরণী হইল ধন্য আজি—
পূজিত বীর-সমাজে ॥

চারণীগণের প্রস্থান

বীরমল। এখন কি কচ্ছেন?

রমাবতী। (নিম্নস্বরে) ঐ দেখ, চুপ ক'রে ব'সে আছেন। (বীরমলকে বাধা দিয়া) না—না, এখন ওঁর সঙ্গে আর কথা ক'য়ো না। খানিকক্ষণ স্থির হ'য়ে থাকতে দাও।

বীরমল। ঠিকই বলেছ; এখন আর বিরক্ত ক'রে কাজ নাই।

রমাবতী। (সম্মুখে অগ্রসর হইয়া—বিষণ্ণমুখে পিতাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া) কাল খুব শক্ত ছিলেন—অরুণকে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে এলেন; নিজেই চিতা সাজিয়ে ছেলেকে সৎকার ক'ল্লেন; যেন পরের শব; চিতার ছাইও নিবলো—আর ভেঙ্গে প'ড়লেন। কুক্ষণে আমরা এ-দেশে এসেছিলেম; কবে এখান থেকে যাবে?

বীরমল। ঝড় থামলেই! আর তেজসিংহের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের একটা শেষ মীমাংসা হ'লেই!

রমাবতী। বল, আর দেশ ছেড়ে কোথাও যাবে না? বাড়ী গিয়ে সংসার গুছিয়ে ব'সবে?

বীরমল। তাই ক'রব রমা! তুমি যা বলবে তাই ক'রব।

রমাবতী। ধারা জিজ্ঞাসা কচ্ছিল, আমি তোমার মনের মত কি না—তোমার যোগ্যা কি না? দেখ দেখি কথা?

বীরমল। তার কথা ছেড়ে দাও ; তার নামও আমার কাছে কথন ক'রো না।

রমাবতী। তার যা ব্যবহার—তার নাম না করাই উচিত বটে ; কিন্তু তবু তোমার মুখে ও কথা সাজে না ; তুমি এমন মহৎ—এমন উদার ;—তোমার তাকে ক্ষমা করাই উচিত।

বীরমল। না রমা, যদি শান্তি চাও—ও-নাম কথনও মুখে এনো না।

চন্দাবত। (স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া) সব ঠাণ্ডা হ'য়েছে—সব ঠাণ্ডা! হবে না? সমুদ্রের যত জল ছিল সব ঢেলে আগুন নিবিয়েছি! আর বাছাদের কোন কষ্ট নাই! কেও?

রমাবতী। বাবা! (কাঁদিয়া ফেলিলেন)

চন্দাবত। এখনও 'ও' ব'লে ডাকবার আছে?—এখনও?

রমাবতী। (ক্রন্দনবিজড়িত স্বরে) বাবা, আমি যে তোমার রমা।

চন্দাবত। আমার নয়! আমার হ'লে তুইও থাকবিনি!

রমাবতী। বাবা, শোকে অধীর হবেন না।

চন্দাবত। শোক? ক্ষত্রিয়ের আবার পুত্রশোক? নূতন কথা নূতন কথা! শোক নয় মা,—তবে বড় আগুনে জ্বলেছে কি না? ওঃ কি তার শিখা! দেখিসনি? সমুদ্রের জল রাঙা হ'য়ে উ'ঠল ; আকাশ ধু ধু ক'রে জ্বলে গেল! কিন্তু দেখ্ মা, এই বুকে হাত দিয়ে দেখ্, কেমন ঠাণ্ডা! এখানে একটুও আঁচ লাগেনি ;—তাই ভাবছি।

রমাবতী। বাবা, ঝড় উঠছে—নৌকায় চল।

চন্দাবত। কেন?

রমাবতী। ঠাণ্ডা লাগবে।

চন্দাবত। এ বয়সে? কিছু না!

রমাবতী। কাল থেকে যে কিছু খাওনি বাবা!

চন্দাবত। মিথ্যা কথা! খাইনি কি? চন্দাবত বংশের সপ্তরথী খেলেম, তবু বলে খাইনি!

রমাবতী। (রোদনোদ্বেলিত স্বরে) বাবা!

চন্দাবত। কাঁদছিস? ছি মা, তুই না আমার মেয়ে? তোর চোখে জল! ক্ষত্রিয়াণী কখনও কাঁদে না—ক্ষত্রিয়াণীকে কখনও কাঁদতে নাই। সে যে বীর-পত্নী—বীর-জননী। ঐ দেখ্ মা—ঐ দেখ্, তোর ভায়েরা তো কেউ মরেনি; ঐ দেখ্—ঐ স্বর্ণরথে চ'ড়ে তারা কেমন হাসতে হাসতে বীরলোকে যাচ্ছে! তবে শোক কিসের,—কান্না কিসের? বলবি—শ্মশান-অনলে দগ্ধ হ'য়েছে? হ'লই বা! তবে সমুদ্রে এত জল কেন? অনন্ত অতলস্পর্শী জল! ঢাল্—ঢাল্—আগুন নিবুক—আগুন নিবুক।

উদ্‌ভ্রান্তভাবে প্রস্থান

বীরমল। দেখ, যদি নিয়ে গিয়ে কিছু খাওয়াতে পার।

রমার দ্রুত প্রস্থান

ঝড় বাড়ছে। অন্ধকারের পাছে অন্ধকার যেন পৃথিবী গ্রাস ক'রতে ছুটে আসছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলক! আজ এখানে—এই সমুদ্র-তীরে—নির্জ্জন শ্মশানে দাঁড়িয়ে মনে হ'চ্ছে,—এই তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে যদি ঐ মেঘ সরিয়ে দিতে পারতেম,—এ ঝঞ্ঝার গতি যদি রোধ করতে পারতেম! তেজসিংহ, ভাই, তোমার বিরুদ্ধেও তরওয়াল খুলে দাঁড়াতে হবে! কি ক'রব? নইলে তোমার মর্য্যাদা যায়—দেশ যায়!

তোমার সুখের জন্যই—(একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) দু-দুটো জীবনকে নিজের হাতে পুড়িয়েছি। আবার তোমারই জন্য আজ তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিমন্ত্রণ ক'রে এলেম ; আমি যদি ক্ষত্রিয় মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার কাছে পরাস্ত না হই—তোমার স্থান কোথায় ?

প্রস্থানোদ্যত হইয়া হঠাৎ থামিলেন—একটু চমকাইয়া—পশ্চাতে হাঁটিয়া—চকিত দৃষ্টি—বিস্ময়-বিমুগ্ধ অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন—

—ধারা ?

ধারার প্রবেশ

পরিধানে রণবেশ ; সোনার বর্ম্ম ও কবচ ; পৃষ্ঠদেশে চূর্ণ কুন্তল উড়িতেছে পৃষ্ঠে তূণ, কটিবন্ধে একখানি ছোট ঢাল ; হাতে ধনুক ; নিজের চুলে তার গুণ বাঁধা ; দেহ ঈষৎ ন্যুব্জ ; ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে এক একবার পশ্চাৎদিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইতেছে ; মনে হইতেছে কে যেন তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। সভীত-ধীর-পাদবিক্ষেপে বীরমলের নিকটে গিয়া তাঁহার হাত ধরিল—এবং চুপে চুপে বলিল

ধারাবতী। দেখতে পাচ্ছ ? দেখতে পাচ্ছ ?

বীরমল। কোথায় ? কি ?

ধারাবতী। আমার পিছনে। একটা প্রকাণ্ড বাঘ! নিশ্চল—নিথর,—আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ; আগুনের গোলার মত লাল ঐ তার বড় বড় দু'টো চোখ !

বীরমল। কৈ ?

ধারাবতী। তুমি দেখতে পাচ্ছ না? তুমি দেখতে পাচ্ছ না? আমি দেখতে পাচ্ছি; ঐ দেখ মাটীর মধ্যে প্রবেশ কল্লে! আর দু'বার ঠিক এমনি দেখেছি। এইবার তিনবার—এইবারই শেষ—আজ—এই রাত্রেই!

বীরমল। দেখছি তুমি পীড়িত; ঐ মন্দির মধ্যে বিশ্রাম করবে চল।

ধারাবতী। সময় নাই;—আর এইতো উপযুক্ত স্থান!

বীরমল। অমন করছ কেন? কি হ'য়েছে তোমার?

ধারাবতী। বলতে পাচ্ছি না। এখানে থাকব না; কে যেন বারণ করছে; বলছে, এখানে রমা আছে, তেজসিংহ আছে, এখানে আমাদের স্থান নয়। এ মাটীর পৃথিবী—কাদার ঘর—কলঙ্কের প্রাচীরে ঘেরা কারাগার, এ স্থান তোমারও নয়, আমারও নয়!

বীরমল। বুঝেছি, ধারা; কিন্তু,—

ধারাবতী। কিন্তু নাই; পাঁচ বৎসর ছিলেম,—অতি কষ্টে—অতি দুঃখে; পরের বাড়ী,—কাঁটার বিছানায় শুয়েছি; খেয়েছি,—প্রতি গ্রাসে তার বিষ! পর-স্পর্শে, পরকরপীড়নে এই দেখ, প্রতি অঙ্গে আমার কি তীব্র দাহ! কেন আমি এ জ্বালা সহ্য ক'রব? বীরমল, আমি ক্ষত্রিয়াণী—আমি রাজপুত রমণী; জহরব্রত যার নিত্য ব্রত, হোমাগ্নি শিখার ন্যায় চির-রুচির-বহ্নি-তরঙ্গে যার সতীত্বের স্বর্ণ-শতদল চিরদিন সগৌরবে ফুটে ওঠে, আমি সেই—স্বর্গ হ'তে গরীয়সী রাজবারার শক্তাবত কুলকন্যা। আমি কেন এ অপমান সহ্য করব?

বীরমল। বৃথা আক্ষেপ ধারা! যা হ'য়ে গেছে—শত চেষ্টায়ও আর তা ফেরে না! তুমি কি জান না, দিন দিন আমি কি তাপ সহ্য

করি? রমা—রমা! নিত্য প্রণয়ের অভিনয়—ভালবাসার ভাণ। কি ক'রব? সহ্য করতেই হবে। উপায় কি?

ধারাবতী। (হস্তস্থিত ধনু দেখাইয়া) উপায়—? উপায় এই!

নেপথ্যে কোলাহল

রক্ষা কর—রক্ষা কর; আগুন—আগুন!

বীরমল। কি ও, কিসের কোলাহল? এ কি! তোমাদের বাড়ীতে আগুন ধরালে কে?

ধারাবতী। মতিচাঁদ।

বীরমল। কি সর্ব্বনাশ! তোমার ছেলে?

ধারাবতী। আমার কলঙ্ক!

বীরমল। ধারা,—ফের, ফের, সব যে পুড়ে গেল!

ধারাবতী। যাক্,—যাক্, সব যাক্! কলঙ্কের অট্টালিকা ভস্মস্তূপে পরিণত হ'ক; কিসের দুঃখ? কিসের আক্ষেপ? আমি নিজের বাড়ী চলেছি; ঐ—ঐ মেঘের ও-পারে,—ঐ কত বীরাঙ্গনা, কত বীর স্বামীর পাশে পথ আলো ক'রে দাঁড়িয়ে,—আমায় ডাকছে। যাচ্ছি—যাচ্ছি—আর বিলম্ব নাই। চল—চল বীরমল, চল স্বামী, অতি বৃদ্ধ জরাজীর্ণ অকর্ম্মণ্য দেবতাদের তাড়িয়ে ঐ স্বর্গ-সিংহাসনে তোমায় বসিয়ে তোমার সেবা ক'রব; চল—চল, আর কেন? আমি যাচ্ছি, অন্যের জন্য তোমায়ও রেখে যাব না। একবার অজ্ঞাতে রাখি বেঁধেছিলেম, সে বন্ধন ব্যর্থ করেছিলে। আজ দে'খব এ রক্ত-রাখীর দৃঢ় বন্ধন কি ক'রে ব্যর্থ কর? চল—চল। (তীর বিদ্ধ করিলেন)

বীরমল। অব্যর্থ সন্ধান! (পড়িয়া গেলেন)

ধারাবতী। (হস্তস্থিত ধনু ফেলিয়া দিয়া) এইবার পথ নিষ্কণ্টক !

বীরমল। যে-দিন বুক ছিঁড়ে তোমায় অন্যকে বিলিয়ে দিই—সেই দিন থেকে যে যন্ত্রণা সহ্য ক'রেছি—তা অন্তর্য্যামীই জানেন! ওঃ এতদিনে হৃদয়ভার লাঘব! কিন্তু রমা—তার কোন দোষ নাই—রমা—!

মৃত্যু

ধারাবতী। রমা? মরণের পরপারেও রমা? এ কি পর্ব্বত-প্রাচীর —মৃত্যুতেও তো এ নড়ে না! তবে—তবে? একি বিভীষিকা। এতো কখনও ভাবিনি! তবে আমার স্থান কোথায়? ঐ আকাশে—ঐ নক্ষত্রলোকের পারে—ঐ স্বর্গরাজ্যে তোমার পাশে নয়? তবে কোথায় আশ্রয়? কোন্ সীমাহীন অন্ধকারে—কোন্ অতলের তলে !—কোথায় যাব—কে আমায় আশ্রয় দেবে? ঐ যে কারা ডাকছে? ঐ কাতারে কাতার—নীল ঘোড়ার আসোয়ার, ঐ আকাশের বহু নিম্নে—গভীর সমুদ্রগর্ভে যেখানে আমার সুখশয্যা পাতা আছে—ঐখানে! (সমুদ্রে ঝম্প প্রদান)

অমরকে কাঁধে লইয়া তেজসিংহ, চন্দাবত ও রমার প্রবেশ

তেজসিংহ। পাপিষ্ঠ মতিচাঁদ অতর্কিতে আক্রমণ ক'রেছে, আমার গৃহে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গে অসংখ্য আরব-দস্যু; আমায় সাহায্য করুন; চলুন দেখি, এখনও যদি পৌরজনদের রক্ষা করতে পারি।

চন্দাবত। তেজসিংহ, তুমি যখন শরণাপন্ন, তখন তোমার উপর আর আমার ক্রোধ নাই—দ্বেষ নাই! ক্ষত্রিয় আত্মীয়ে আত্মীয়ে বিবাদ

করে, যুদ্ধ করে, মর্য্যাদার জন্য গৃহকলহে প্রাণ দেয়, কিন্তু যখন বাইরের শত্রু তাকে আক্রমণ করে, তখন ক্ষত্রিয়ের আত্মীয় অনাত্মীয় এক, তখন পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই নয়, কুরু-পাণ্ডবে একশ' পাঁচ! কিন্তু পা'রব কি? পা'রব কি? এ হাতে আর তরবারী ধরতে পা'রব কি? বুড়ো হয়েছি, —সব হারিয়েছি—যদি হাত কাঁপে,—অস্ত্রের ধার ক্ষয়ে গেছে, যদি তেমন ক'রে আর না পারি? কোথায় বীরমল? তাকে ডাক, সঙ্গে নাও, সেই এখন আমার একমাত্র ভরসা!

তেজসিংহ। বীরমল—বীরমল?

রমাবতী। এইতো এইখানেই ছিলেন; একি, এ যে রক্ত! একি, এখানে প'ড়ে কেন?

চন্দাবত। কি হ'য়েছে?

রমাবতী। বাবা, সব ফুরিয়েছে; আমার স্বামীকে কে হত্যা ক'রে গেছে!

চন্দাবত। এঁ্যা! হত্যা?

তেজসিংহ। হত্যা! কে ক'ল্লে?

ঝড় থামিয়াছে; আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয়; চারিদিকে চন্দ্ররশ্মি

রমাবতী। (দেখিয়া) এই যে, এই যে ধনু প'ড়ে; এ ধনু যে আমি ধারার হাতে দেখেছি!

চন্দাবত। কোথায় ধারা?

তেজসিংহ। তাইতো, বাড়ীতে তো দেখিনি।

অমর। বাবা, বাবা, ঐ যে মা; ঐ যে কাল ঘোড়ায় চোড়ে ঐ সমুদ্রের জলে!

তেজসিংহ। ঘোড়া নয়,—সমুদ্রতরঙ্গ! হায় হায়!

রমাবতী। রাক্ষসী তোমায় হত্যা ক'রেছে—তোমার উপর তার এত রাগ—এত ঘৃণা! কিন্তু আমায় ফেলে কোথায় যাবে? আমার স্থান যে চিরদিনই তোমার পাশে। আমায় সঙ্গে নাও—তোমায় ছেড়ে আমি কোথায় থাকব? কখনও তো তা থাকিনি। আজ কেন ফেলে পালাবে? কি দোষে—কি অপরাধে? কথা কও—আমায় ফেলে যেও না। আমি যে জীবনে-মরণে তোমার। দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমিও যাচ্ছি!

মৃত্যু

তেজসিংহ। (স্বগতঃ) ধারা যথার্থ-ই আমায় ভালবাসত, তাই আমার অপমান সহ্য করতে পারেনি।

চন্দাবত। মেয়েটাও গেল! কেউ রইল না; কেউ নয়? সাত ছেলে, মেয়ে, জামাই, ধারা, সব—সব—ফাঁকি দিয়ে গেল! যাক্ যাক্—নিয়তি! আমার অস্ত্র?

ভানুসিংহের প্রবেশ

ভানুসিংহ। এই নাও, হাতে কলম আর তরওয়াল দুই সমান চলে; ভাটের ছেলেতো বটে! এই নাও, একখানা তোমার আর একখানা আমার! মা রণরঙ্গিনি! এখন দেখছি তোর পূজা বিফল হয়নি; জাগ্রত দেবী আমার! পায়ে জবা দিলেম, শুনলেম যেন কে ব'লে উঠল—"ম্যায় ভুখা হুঁ!"—নে বেটী, এইবার ক্ষিদে মিটিয়ে নে!

চন্দাবত। ভানুসিংহ দেখছ—দেখছ—এই নারী দুইরূপে এক!

একজন শারদ প্রভাতে শান্ত করুণার অরুণ আলোক—মা আমার ফুল্ল কুসুমাভরণা কমল-কোমলা স্নেহময়ী গৌরী উমা শঙ্করী,—আর একজন অমানিশার অন্ধকারে—মসীময়ী, মুদ্গর-অসিপাশ-খর্পর-খড়্গধারিণী বিগলিত-রুধিরধার-হারা কপালিনী কালী! তেজসিংহ, চল, তোমার শত্রু সংহার করতে পারব কিনা জানি না; কিন্তু এ পলিত মুণ্ড মায়ের চরণে বলি দিতে পারব—এটা নিশ্চিত জানি!

যবনিকা